Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজেদা শিমু

রোলঃ ২৩১০০১২০১৮৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজেদা শিমু

রোলঃ ২৩১০০১২০১৮৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাজেদা শিমু, আইডিঃ ২৩১০০১২০১৮৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাজেদা শিমু

আইডিঃ ২৩১০০১২০১৮৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

পিতা-মাতার পরিচয় ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 7

হাদিসে পিতা-মাতার মর্যদা 8

কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব 9

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম 12

পিতা-মাতার হক/ অধিকার 13

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা 14

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা 16

পিতা-মাতার মান-সম্মানের প্রতি সতর্ক থাকা 17

পিতা-মাতার সামনে বিনম্র থাকার আদব 18

পিতা-মাতার সেবা করার গুরুত্ব 19

পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাৎপর্যতা 21

মায়ের গর্ভধারণ ও প্রসবের কষ্ট 22

মাকে তিন বার অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ- 24

“উফ” বলতে নিষেধের তাৎপর্য- 26

একটি শিক্ষনীয় গঠনা- 27

এই নিয়ামতের মূল্যায়ণ কর 28

এই ঋণ শোধ হবার নয় - 29

“মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত”- এই বাক্যের তাৎপর্য 31

পিতা-মাতার দু'আ: সন্তানের কবুলিয়াত 32

পিতা-মাতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা 35

মায়ের সাথে বেয়াদবি করার ভয়াবহ পরিণাম 36

ফিরে যাও: তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ কর 40

পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 41
পিতা-মাতার আদেশ মান্য করার সীমা ও বিধান 45
অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আচরণ 46
মুশরিক পিতার প্রতি হযরত ইব্রাহিম আঃ এর নম্র আচরণ:- 48
মুশরিক মায়ের প্রতি হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ এর সদ্ব্যবহার: অতঃপর মায়ের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা:- 49
পিতা-মাতা ভুল করলে সংশোধনের পদ্ধতি 51
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার ভয়াবহ পরিণাম 53
মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ইসালে সওয়াব 57
মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতে হজ্জ, ওমরাহ ও সদকার বিধান 60
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ 62
মৃত পিতা-মাতার জন্য আরো কিছু করণীয়: 64
পিতা-মাতার আত্মীয় বা বন্ধুদের সম্মান করার হাদিস 65
পিতা-মাতার সেবায় পার্থিব উপকারিতা 69
সামাজিক জীবনে পিতা-মাতার ভূমিকা 73
সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার বিশেষ ভূমিকা 75
পিতা-মাতার অভাব ও দুঃখ : শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব 76
আধুনিক যুগে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার কারণ ও প্রতিকার 78
শ্বশুর-শ্বাশুড়ির প্রতি পুত্রবধুর আচরণ 80
পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীর দায়িত্ব 84
উপসংহার:- 85

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য যিনি আমাকে "পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত " সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তাওফিক দান করেছেন; আর দুরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী ও যারা তাঁকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি।

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহপাকের অসংখ্য-অগণিত নিয়ামত সমূহের মধ্য হতে "পিতা-মাতা" হচ্ছেন এক বিশেষ নিয়ামত। আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম।

জন্ম মুহূর্তে মানব শিশু সকল জীবের চেয়ে অসহায় থাকে।পিতা-মাতাই সার্বিক পরিচর্যার মাধ্যমে সন্তানের পাশে থাকেন। তাঁরা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক ও গাইড। তাঁরা আমাদের শৈশব থেকে শুরু করে পুরো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শুধু সামাজিকতা নয় কুরআন-হাদিসেও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, এবং তাদের সেবা করার গুরুত্ব অনেক বেশি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন:-

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا(١٧:٢٣).

"এবং তোমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যাবহার করবে।" (বনি ইসরাঈল:২৩)

হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:-

" যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও ভূমিকা ইসলামের এক মৌলিক আদর্শ। তাঁদের প্রতি সম্মান, তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। তাঁদের হকসমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করা, তাদের অসুস্থতায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছালে তাদের সেবা-যত্ন করা, তাঁদের সন্তুষ্ট করা সন্তানের কর্তব্য। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এই থিসিসে আমরা “পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত “ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এমনকি পিতা-মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্বসমূহ, তাঁদের হক এবং পাশাপাশি আধুনিক যুগে কিছু নামদারী সুশীলদের পিতা-মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার এবং এর প্রতিকারে আমাদের করণীয় নিয়েও আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পিতা-মাতার পরিচয় ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

পিতা বা বাবা হলেন পরিবারের প্রধান। তিনি সন্তানের প্রথম শিক্ষাগুরু, একজন বাবা তাঁর সন্তানকে জীবনযাপনের আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে শিক্ষা দেন। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো সন্তানের প্রকৃত গঠনে সহায়তা করা। হাদিসে আছে, “জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে ‘পিতা’। তোমার মন চাইলে উহাকে হেফাজত করতে পারো অথবা নষ্ট করতে পারো।”

মাতা বা মা হলেন সন্তানের প্রথম নিবাস। মা সন্তানের জন্য একটি নিরাপদ স্থান, যার ভালোবাসা, যত্ন, ও স্নেহের পরিধি অপরিসীম। ইসলাম বলে,মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। ইসলামে পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পরিচিত করা হয়েছে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :-

عن ابى امامة رضى الله عنه انَّ رجلا قال يا رسول الله ﷺ ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك و ناركَ. (ابن ماجه، مشكوة(

"হযরত আবি উমামা রাঃ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। “ (ইবনে মাযাহ,মেশকাত)

একবার নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয রাঃ কে দশটি নসিহা করেন তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি ছিল:-
“পিতা-মাতার নাফরমানি করিও না; যদিও তাঁহারা তোমাকে স্ত্রী অথবা সমুদয় ত্যাগ করিতে বলেন।”

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, পিতা-মাতা আমাদের জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারি। তাই আমাদের উচিত ভালোভাবে পিতা-মাতার পরিচয় উপলব্ধি করা। দিল থেকে তাঁদেরকে মুহাব্বত করা, যাতে করে তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারি।

হাদিসে পিতা-মাতার মর্যদা

পিতা-মাতার মর্যাদা ইসলামি সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত। কুরআন এবং হাদিসে তাদের প্রতি যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা শুধুমাত্র সামাজিক নীতি নয়, বরং মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও নির্দেশ করে। এই নিবন্ধে আমরা পিতা-মাতার মর্যাদা হাদিসের আলোকে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ.

وعن ابى الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله
ﷺ يقول الوالدُ اوسطُ ابوابِ الجنةِ فاحْفظْ ذٰلكَ الْباب َ
اوْ ضَيِّعْه-ٌ

হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত:- তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছ থেকে শুনেছি যে, বাবা হচ্ছেন জান্নাতের দরজা।এখন তুমি বাবার আনুগত্য করে এ দরজা রক্ষা করতে পারো। আবার নাফরমানি করে এই দরজা ভেঙে দিতে পারো।
(ইবনে আবু শায়বা,হাকিম ও বায়হাকী ও দুর রুল মানসুর)

অন্য আরেক হাদিসে রাসূলে কারিমে সাঃ ইরশাদ করেছেন:-
الوالد اوْسَطُ اَبوَابِ الجَنةِ تُحافِظُ انْ شِئْتَ اوْ ضَيِّع-ْ

বাবা বেহেশত প্রবেশের মাধ্যম। অতএব, তুমি চাইলে তাঁর সেই মধ্যস্থতাকে রক্ষা করতে পারো, তাঁকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারো, আর চাইলে তা নষ্ট করে দিতে পারো।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ হতে বর্ণিত:-

قال رجل يا رسول الله ﷺ من اَحقُّ بِحُسْنِ صَحابَتِى
قَالَ امك. قال ثم من قال امك. قال ثم من قال امك .
قال ثم من قال ابوك.(بخارى و مسلم(

" এক লোক রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আত্মীয়দের মধ্যে কে আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার? রাসূল সাঃ বললেন তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। লোকটি পুনঃরায় আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব

রোদ্রের সময় ছায়া, বৃষ্টির সময় ছাতা , হোঁচট খাওয়ার সময় হাত ধরে হাটতে শিখানো আর যারা মনে হাজার কষ্ট নিয়েও সন্তানকে দেখে হাসে তাঁরাই 'পিতা-মাতা'। হ্যাঁ তাঁরাই সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে হাসি দেখায়।সন্তানের জন্য পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে পিতা-মাতার নিশ্বাস জড়িয়ে থাকে। শুধু দুনিয়া নয় সন্তানের আখিরাতের জন্যও পিতা-মাতার গুরুত্ব অনেক বেশি।
মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনুল কারিমে পিতা-মাতার গুরুত্ব বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন :-

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ
كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا
قَوْلًا كَرِيْمًا

অর্থ: আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে।[বনী ইসরায়েল:২৩]

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে -

عن ابى امامة رضى الله عنه انَّ رجلا قال يا رسول الله ﷺ ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك و نارك. (ابن ماجه، مشكوة(

"হযরত আবি উমামা রাঃ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। “ (ইবনে মাযাহ,মেশকাত)

عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال- سألْتُ النبىَّ ﷺ اى
الأَعمَالِ اَحَبُّ اِلى اللهِ؟ قال الصلوةُ لِوَقْتِها، قلت ثم اى
قال برُّ الوالدين قلت ثم ايٌّ قال الجهاد في سبيل الله
قال حدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى-(بخارى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাঃ বলেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সময় মতো নামাজ পড়া। আমি বললাম, তারপর কোন আমল? তিনি বললেন,পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম তারপর কোন আমল? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, আমার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সাঃ একথা বলেন। আমি যদি আরো জিজ্ঞেসা করতাম তবে রাসূল সাঃ আরো জবাব দিতে থাকতেন।(বুখারী)

বাবার প্রতি সদাচার জান্নাতের দরজাসমূহের একটি। এ বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁদের প্রতি ইহসান করার জন্য। দুনিয়ায় তাদের সুন্দর সঙ্গদানের জন্য, উত্তম সঙ্গী হওয়ার জন্য। তাঁদের তরে ব্যয় করার জন্য। তাঁদের প্রতি বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেওয়ার জন্য। দুনিয়াতে মা-বাবা হলেন সন্তানের জন্য চন্দ্র-সূর্যের মতো। তাঁদের মাধ্যমে সন্তান চলার পথে আলো পায়। নিঃসঙ্গতা দূর করে। সান্ত্বনা লাভ করে। তাঁরা

যেন ইউসুফ আ.-এর স্বপ্নের মতো। ইউসুফ আ. তার বাবাকে স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন-

يٰٓاَبَتِ اِنِّىۡ رَاَيۡتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبًا وَّالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ رَاَيۡتُهُمۡ لِىۡ سٰجِدِيۡنَ(١٢:٤)
বাবা, এগারোটি চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র আমাকে সিজদা করতে দেখেছি।
[-সূরা ইউসুফ:৪]
বাবা যেন সূর্য। কারণ বাবা দিনের বেলা সন্তানের জন্য পরিশ্রম করে উপার্জন করেন। মা যেন চন্দ্রের মতো। কারণ মা তার জন্য স্নেহ ও দয়ার্দ্রতায় রাত্রি জাগরণ করেন। দুনিয়াতে যেসব জিনিস মানুষের সৌভাগ্য নিশ্চিত করে তার মধ্যে একটি হল, মা-বাবাকে জীবদ্দশায় পাওয়া। যেন তাঁদের প্রতি সদাচারের ঝরনা থেকে পানি পান করতে পারে। তাঁদের স্নেহ তৃপ্তিভরে পান করতে পারে। তাঁদের সন্তুষ্টির ছায়া লাভ করতে পারে। দুনিয়ার পরিবেশ ও ক্ষয়মান চাকচিক্যে তাঁরা সন্তানের জন্য ঢালস্বরূপ। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা ও ঝামেলার সময় তাঁরা সন্তানের স্নেহপূর্ণ আশ্রয়স্থল।
সন্তানের সুখী জীবনের গল্পই বলে দেয় মা-বাবার সাদা চুল ও বলিরেখা। সন্তানের সৌভাগ্যের জন্য তাঁরা কষ্ট করেন। সন্তানের আরামের জন্য তাঁরা পরিশ্রম করেন। সন্তানের ঘুমের জন্য তাঁরা জেগে থাকেন। সন্তানের নিরাপদ জীবনের জন্য তাঁরা বিপদের মুখোমুখি হন। সন্তান ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের বাহু কেঁপে ওঠে। বহু কষ্টে অশ্রু আটকে রাখেন। ঘরে না ফেরা পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করেন না।
সন্তানের হাসির জন্য মা-বাবা কাঁদেন। সন্তানকে খুশি করতে তাঁরা পেরেশান হন। সন্তানের সৌভাগ্যের জন্য তাঁরা কষ্টের মুখোমুখি হন। সন্তানকে আহার করানোর জন্য তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকেন। সন্তানকে পান করানোর জন্য তাঁরা তৃষ্ণার্ত থাকেন। তাঁরা মোমবাতির মতো নিজেকে গলিয়ে সন্তানকে আলোকিত করেন। এ তো মায়ের মন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-
وَ اَصۡبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوۡسٰی فٰرِغًا.
মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠল। -সূরা কাসাস (২৮) : ১০
এ তো বাবার চোখ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-
وَابۡیَضَّتۡ عَیۡنٰهُ مِنَ الۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِیۡمٌ.
দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গেল। অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। -সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৪

এ হল প্রচণ্ড অনুভূতি ও স্পন্দিত আবেগ; সন্তানের জন্য মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে ওঠা এবং বাবার চোখ সাদা হয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পিতা-মাতাকে আল্লাহপাক কত দামি করে বানিয়েছেন। দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই পিতা-মাতার তুলনা হয়না। কুরআন ও হাদিসে পিতার-মাতার মর্যাদাকে অত্যন্ত সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সকল সন্তানদেরকে পিতা-মাতার গুরুত্ব বুঝার এবং তাদের সাথে সবসময় ভালো আচরণ করার তাওফিক দান করুক। আমিন

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম

বাবা-মায়ের মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন। অতএব বাবা-মায়ের তুল্য হিতৈষী, তাঁদের মতো পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরু এ ধরণীতে আর কেউ নেই।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সন্তানের জীবনে মা বাবার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। সন্তান জন্মাবার পূর্ব থেকেই বাবা-মা সার্বিক প্রস্তুতি নেন। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বর্ণনা করেন:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله في
رضى الوالدينِ وَسَخَطُ اللهِ في سَخَطِ الوالدينِ-(اخرجه
الحاكمُ وَ صَحَّهُ البيهَقي(

" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেছেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির উপর নির্বর করে, আর মা-বাবা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন"।(দুররে মানসুর পৃ: ১৭৪, খন্ড:৪)

অন্য এক হাদিসে রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন:-

رضاء الله في رضاءِ الوالد وسخطُ الله في سخطِ الوالد-

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বাবার সন্তুষ্টির ওপর নির্বর করে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি, আক্রোশ ও ক্রোধ বাবার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে"।

পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সুন্দর আচার-ব্যবহার করতে হবে। তাদের খাওয়া-পরা,ভালোলাগা, ভালোবাসা, আরাম-আয়েশ, সুস্থতায়-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এবং সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সে সবের সমাধান দিতে হবে। সর্বোচ্ছ চেষ্টা করতে হবে যেন তাঁরা অসন্তুষ্ট না হোন।

পিতা-মাতার হক/ অধিকার

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার হক বা অধিকার সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন স্থানে নিজের অধিকারের সাথে পিতা-মাতার অধিকার এবং নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদের সাথে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)

আমরা যদি পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণিত এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করি এবং একটু চিন্তা-ফিকির করি তাহলে কিছু বিষয় সুন্দরভাবে আমাদের চিন্তা জগতকে জাগ্রত করবে। ইনশাআল্লাহ। কুরআন-হাদিসে পিতা-মাতার হক বা অধিকার সমূহ:- সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো:-

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,
৪. সেবাযত্ন করা,
৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,
৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও
৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো
১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,
২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,
৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,
৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা,
৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,
৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও
৭. কবর জিয়ারত করা।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এরপরে একজন মুমিনের ওপর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো পিতা-মাতার। আল্লাহপাক কুরআনে নিজের একত্ববাদের পর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহপাক সুরাতুল বাকারায় ইরশাদ করেছেন :-

وَاِذْاَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।”(বাকারাহ:৮৩)
সুরাতুন নিসায় বলেছেন :-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

" তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"(নিসা:৩৬)

সুরাতুল আনআমে বলেছেন :-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আপনি বলে দিন, এসো আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন; আমি তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। তা হলো, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

উপরোক্ত আয়াতগুলো হলো পিতামাতার প্রতি সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের গুরুত্বের দলিল।

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা হবে- তাঁদের আনুগত্য করার মাধ্যমে, সম্মান ও মর্যাদা দেয়া, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের সামনে কণ্ঠস্বর নীচু রাখা, তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, তাদের সাথে বিনয়ী হওয়া, তাদের সাথে বিরক্তি প্রকাশ না-করা, তাদের সেবা করা, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বাস্তবায়ন করা, তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা, তাদের সাথে হটকারিতা না-করা, তাদের জীবদ্দশায় ও তাদের মৃত্যুর পর তাদের বন্ধুকে সম্মান করা ইত্যাদির মাধ্যমে।

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা

পিতা-মাতা অনেক কষ্ট করে কোলেপিঠে সন্তানদের মানুষ করেন। তাদের এ ত্যাগের বিনিময় কিছুতেই দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা সন্তানদের ভালো-মন্দ বিবেচনা করে বিভিন্ন কাজে আদেশ-নিশেধ করে থাকেন। সুতরাং পিতা-মাতার আদেশ-নিশেধ মেনে চলা সকল সন্তানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সাথে নম্র ভাবে কথা বলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন:-

وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا(١٧:٢٣)

"তাদের (মা-বাবা) সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো।”

আমাদের উচিত তারা যখন ভালো কাজে আদেশ করে তা খুশি মনে মেনে নেওয়া। এমনকি ভালো কাজের আদেশ না হলেও ধমকের সাথে তাদের কোনো কথার জবাব না দেওয়া। তাঁদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখা যেন গলার স্বর উঁচু না হয়। হযরত যোহাইর ইবনে মুহাম্মদ (র) قَوْلًا كرِيمًا- আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:-

اِذَا دَعَوْاكَ فَقُل لَبَّيْكُمَا وَ لَسَعْدَيْكُمَا

(তাঁরা ডাকলে, তাঁদের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকা)।

এই আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট যে,পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা ঈমানের অঙ্গ এবং জান্নাত লাভের অন্যতম সহজ উপায়। তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা না বলা, শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা, আদেশ মেনে চলা এবং রাগান্বিত অবস্থায় সামনে না যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

পিতা-মাতার মান-সম্মানের প্রতি সতর্ক থাকা

সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার মান-সম্মানের প্রতি গভীর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সন্তানের আচার-আচরণে তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এমন কোনো কাজ না করা যার ফলে সমাজে বা পরিবারে পিতা-মাতার সম্মানহানি হয়। এমন কোনো কথা না বলা যার কারণে পিতা-মাতার চোখের পানি ঝরে। বয়সের সাথে সাথে যখন তাঁদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তি কমে যায় তখন তারা নিজেদের মান সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজেদের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের কথা বলে থাকেন, নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন, বার বার গোস্বা করেন।হয়তো বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এমন পরিস্থিতিতেও হাসি মুখে তাঁদের সেসব কথা সহ্য করে নিতে হবে এবং বিরক্ত হয়ে এমন কোনো ব্যবহার করা যাবে না যা তাদের মান-সম্মান বিরোধী হয় । তাদের আচরণে কষ্ট ফেলে এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বাণীসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে তাদেকে ভালোবাসতে হবে।

তাছাড়া, পিতা-মাতার মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা প্রতিটি সন্তানের পবিত্র দায়িত্ব। ইসলাম ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী পিতা-মাতার প্রতি সবসময় শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং তাদের সম্মানহানি হয় এমন কাজ থেকে সতর্ক থাকা। পিতা-মাতার সাথে কর্কশ ভাষায় কথা না বলা এবং তাদের সামনে সম্মানজনক আচরণ করা।তাদের নাম ধরে না ডেকে শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করা।তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গোপন কোনো বিষয় মানুষের সামনে প্রকাশ না করা।

মতের অমিল হলেও তাদের ওপর রাগ বা চিৎকার করা যাবে না, বরং বিনয়ের সাথে বোঝাতে হবে।

পিতা-মাতার সম্মানহানি হতে পারে এমন কাজ বর্জন করা। যেমন,

১.অন্যের সামনে পিতা-মাতার খুঁত বা দোষ নিয়ে আলোচনা করা।

২.তাদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করা।

৩.সামাজিকভাবে তাদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলা।

পিতা-মাতার সামনে বিনম্র থাকার আদব

عن عائِشة رضى الله عنها قالت اَتى رَجُلٌ الى رسول
الله ﷺ ومعه شَيْخٌ فَقالَ مَنْ هذا مَعَكَ قال ابي قال لا
تَمْشِينَ اَمَامَهُ ولا تَقْعُدْ قَبلَهُ ولا تَدَعْهُ باسمهٖ ولا تَسُب ُ ّ
لهِ(دُرُّالمنثور(

হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত:- তিনি বলেছেন,একবার এক লোক রাসূল সাঃ এর দরবারে আসে, তার সাথে ছিল একজন বৃদ্ধ মানুষ। রাসূল সাঃ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে ইনি কে? লোকটি বললো, ইনি হচ্ছেন আমার বাবা।তারপর রাসূল সাঃ বললেন, তুমি কখনো তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটবে না, তার আগে বসবে না,তাঁকে নাম ধরে ডাকবে না এবং তাঁর কারণে কাউকে গালি দিও না।(দুররে মানসুর)

উক্ত হাদিসে শিক্ষা: মুখে, অন্তরে, কাজ-কর্মে ও আচার-ব্যবহারে মা-বাবাকে ইজ্জত দিতে হবে। এই হাদিসে যদিও শুধু পিতার কথা উল্লেখ হয়েছে তবুও উক্ত হাদিসের বাণী পিতা-মাতা উভয়ের জন্য। এখানে পিতা-মাতার সম্মানের কয়েকটি শাখা বলা হয়েছে।

১. পিতা-মাতার সামনে দিয়ে না হাঁটা।

২. কোথাও বসতে হলে তাঁদের আগে না বসা।

৩. তাঁদের নাম ধরে না ডাকা।

৪. তাঁদের কারণে কাউকে গালি না দেওয়া। এর কারণ কেউ যদি অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয় তাহলে তার বিপরীতে ঐ ব্যক্তিও তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে। তাই রাসূল ﷺ অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:-

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: « مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيهِ !»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أبَاه، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ»

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হলো নিজের পিতা-মাতাকে গালি

দেওয়া। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কীভাবে গালি দেবে? তিনি বললেন, সে অন্য লোকের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সে তার পিতাকে গালি দেয়। আর সে অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে সেও তার মাকে গালি দেয়। (সহীহ বুখারী, মুসলিম, আদাবুল মুফরাদ)

উমর ইবনে যার রাহ.-এর ছেলে মারা গেলে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, সে কেমন সদাচারী ছিল?
তিনি বললেন, দিনের বেলা পথ চললে সে আমার পেছনে থাকত। রাতের বেলা পথ চললে সে সামনে থাকত। আমি নিচে থাকলে কখনো সে ছাদে উঠত না।
[আলবির ওয়াসসিলা, ইবনুল জাওযী ১/৮৯]

পিতা-মাতার সেবা করার গুরুত্ব

“ নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার খেদমত
এক মহা সম্পদ।”

পিতা-মাতার সেবায় মানুষ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে যায়।মায়ের খেদমতে হযরত ইমাম গাযযালী(রাঃ)এর এক প্রসিদ্ধ গঠনা-
তিনি দীর্ঘদিন মায়ের খেদমতের কারণে ইলম অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু যখন তিনি মায়ের খেদমত হতে অবসর হলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইলমী জগতের উজ্জ্বল পুরুষ বানিয়ে দিলেন।
হযরত উয়াইস করণী(রহঃ) নবীজীর জামানায় জীবিত ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন।তাঁর মনে আকাঙ্খা ছিলো,নবীজীর দরবারে গিয়ে সরাসরি তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করবেন, যাঁর মুলাকাত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন তখন এ মহান সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। হযরত উয়াইস করণী রহঃ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত চাওয়া আপনার খেদমতের হাজির হওয়া। কিন্তু আমার মা অসুস্থ, তাঁর খেদমত প্রয়োজন।রাসূল ﷺ তাঁকে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন: তুমি আমার সাক্ষাতের জন্য এসোনা,বরং বাড়িতে থাক এবং মায়ের খেদমত কর।

হযরত উমর রা. উয়াইস আল করনী রাহ.-কে বলেছিলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কাছে উয়াইস ইবনে আমের আসবে...। সে খুবই মা-ভক্ত। সে আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা পূরণের ব্যবস্থা করেন। তাকে দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিও। তাই তুমি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। উয়াইস রাহ. উমর রা.-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। -[সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৪২]

অপর এক হাদিসে হযরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ বর্ণনা করেন:-

عن ابی سعیدنِ الخدری(رضی) اِنَّ رجلا مِن اَهل الیمنِ هاجَرَ اِلی رسول الله ﷺ فَقَالَ هَل
لَكَ اَحَدٌ بالیمن ؟ قال ابوای - قال اِذْنَالكَ؟ قَالَ لا- قال فارجع اِلَیهِما فاستئذنْهُمَا- فَاِنْ اِذْنَا لَكَ
و اِلا فَبِرَّهُمَا]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত:- ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি হিজরত করে রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হলে রাসূল সাঃ বললেন, ইয়ামানে তোমার কেউ আছে? সে বললো,আমার মা-বাবা আছেন। এরপর রাসূল সাঃ জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কী তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। রাসূল সাঃ বললেন, তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও। তাঁরা যদি অনুমতি দেয় তবে তুমি জিহাদ কর,আর যদি তা না হয় তাদের খেদমত কর।

উপরোক্ত হাদিস কী আমাদের শিক্ষা দেয়না যে, পিতা-মাতার সেবা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? উয়াইস করণী রহঃ এমন এক ব্যক্তি যার সুযোগ ছিলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার, মনে প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্খারও কোনো কমতি ছিলোনা। তারপরও মায়ের খেদমতের জন্য তিনি নবীজিﷺ এর হুকুমের সামনে নিজের কামনাকে-আকাঙ্খাকে কুরবান করে দিলেন।

এ থেকে বুঝা যায় পিতা-মাতার সেবা সন্তানদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সকল সন্তানদের পিতা-মাতার সেবা-খেদমত করার তাওফিক দান করুক। আমিন

পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাৎপর্যতা

পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কেবল নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং এটি সন্তানের জন্য পার্থিব ও পরলৌকিক কল্যাণের চাবিকাঠি। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও ভালোবাসা উৎসর্গ করেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাৎপর্য অপরিসীম।পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূল তাৎপর্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

নিঃস্বার্থ ত্যাগের স্বীকৃতি: মা-বাবা সন্তানদের লালন-পালন করতে গিয়ে নিজের সুখ-আহ্লাদ, আরাম ও অর্জিত সম্পদ বিসর্জন দেন। তাদের এই অসীম ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন, যা প্রমাণ করে যে তাদের প্রচেষ্টা অলক্ষিত নয়।

ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব:

ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও কৃতজ্ঞতাকে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক ও মানসিক বন্ধন সুদৃঢ় করা:

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক ও মানসিক সংযোগ বৃদ্ধি পায়। এটি পরিবারে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে, যা সন্তানের নিজের মানসিক প্রশান্তির জন্যও জরুরি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল হাকিমে ইরশাদ করেছেন:-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও।”(বনী ইসরাঈল:২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করেন:-

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِالوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا

“আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তাদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার।”

সুরা লুকমানে আল্লাহপাক আরও বলেছেন:-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ
اِلَىَّ الْمَصِيْرُ

“আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।”(লুকমান:১৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে আদেশ করেছেন এরপর পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করার প্রতিও নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ- জন্মের পর দু'বছর পর্যন্ত এ-ই সময়টুকু কিছুই করার থাকে না। উঠে,বসে বা বুঝিয়ে কিংবা হেঁটে কারো কাছে গিয়ে নিজের বেদনাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। পিতা মাতা তাদের নিঃস্বার্থ প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে সেই কঠিন মুহূর্তে সন্তানকে আগলে রাখেন। বাবা দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদেন লালন-পালনের জন্য।   সুখ-শান্তির কথা ভুলে সন্তানের জন্য নিজেদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন- এজন্য সন্তান পিতা-মাতার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ব্যবহার করে,কোমল আচরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া পুরষ্কার লাভ করতে পারে। যদি তা না করে তবে আখিরাতে আল্লাহর নেয়ামত হতে বঞ্চিত হবে। মনে রাখতে হবে সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে এবং দুনিয়াতে করা কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে।
এ দুনিয়ায় যার কৃতকর্ম যেমন আল্লাহর নিকট আখিরাতে তার পুরষ্কারও তেমন হবে।

মায়ের গর্ভধারণ ও প্রসবের কষ্ট

মায়ের গর্ভে সন্তান ধারণ এবং প্রসবের কষ্ট পৃথিবীর সবচেয়ে তীব্র ও নিঃস্বার্থ কষ্টের একটি, যাকে প্রায়শই সবচেয়ে কঠিন যন্ত্রণা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই কষ্টের বিভিন্ন দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

গর্ভধারণের কষ্ট: গর্ভাবস্থায় মা শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যান। দীর্ঘ ৯-১০ মাস ধরে বাচ্চার ওজন বহন করা, শারীরিক পরিবর্তন, ব্যথা এবং নানা ধরনের শারীরিক অস্বস্তি সহ্য করতে হয়।

প্রসব যন্ত্রণা: সন্তান প্রসবের সময় জরায়ুর মুখ প্রসারিত হওয়া এবং বাচ্চার জন্মের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই সময়ে অসহ্য ব্যথা, শারীরিক ও মানসিক চাপ থাকে, যা বর্ণনাতীত।

বাচ্চা প্রসবের সময় মায়ের ব্যথার পরিমাণ অত্যন্ত তীব্র এবং তা জীবনের অন্যতম অসহনীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক মাধ্যমে প্রচলিত "৫৭ ইউনিট বা ২০টি হাড় ভাঙার ব্যথা" বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত না হলেও, চিকিৎসকরা একে তীব্র প্রসব বেদনা হিসেবেই স্বীকৃতি দেন যা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়।প্রসব ব্যথার প্রকৃতি ও তীব্রতা অত্যন্ত কষ্টের। গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০% প্রসূতি প্রসবের ব্যথাকে "অসহ্য", "intolerable" বা "excruciating" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাথার স্কেলে (VAS) এটি সর্বোচ্চ ৯ বা ১০ মাত্রার ব্যথা হিসেবে গণ্য হয়। এই ব্যথা জরায়ুর সংকোচন, পিঠের নিচের অংশে তীব্র খিঁচুনি, এবং কুঁচকিতে প্রচন্ড চাপের মতো অনুভূত হয়।

গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে প্রসব এবং পরবর্তী সময়ে সন্তানের লালন-পালন পর্যন্ত মায়ের ত্যাগ অপরিসীম। অপারেশন (সিজারিয়ান) বা স্বাভাবিক প্রসব—যাই হোক না কেন, মাতৃত্বের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।মায়ের এই কষ্টের বর্ণনা দিয়ে
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا-

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا-

অর্থ: আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি - তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য। কেননা, "তাদের মায়েরা খুবই কষ্টের সাথে তাদের গর্ভে ধারণ করেছে, বহন করেছে এবং অধিক কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।"

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ۝

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার " মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে।" আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।(লুকমান;:১৪)

"মা"- শব্দটা অতি ছোট্ট হলেও এর ওজন কত ভারি তা বুঝা মুশকিল। উপরের আয়াত ও আলোচনা নিয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে, মা তাঁর সন্তানকে এই

জগতের আলো দেখাতে কতইনা কষ্ট সহ্য করেছেন। মায়ের কষ্টের তুলনা করা অসম্ভব। মাতৃত্ব একটি শিশুকে বড় করার পাশাপাশি মায়ের নিজের রূপান্তরের গল্প। এটি শারীরিক ক্লান্তি, প্রসবোত্তর মানসিক চাপ, রাত জেগে শিশুর দেখাশোনা এবং সন্তানের জন্য সর্বোত্তম চাওয়ার অবিরাম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এই যাত্রায় মায়েরা প্রায়ই নিঃসঙ্গতা ও দুশ্চিন্তায় ভোগেন। তারপরও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের কষ্ট ভুলে যান।

মাকে তিন বার অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি যোগ্য কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" ব্যক্তিটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার বাবা।" (সহীহ বুখারী: ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম: ২৫৪৮)

আলেমগণ হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, মা-কে তিনবার উল্লেখ করার মূল কারণ হলো, সন্তান ধারণ ও লালন-পালনে মা এমন তিনটি কষ্ট ভোগ করেন, যা বাবার পক্ষে চিন্তা করাও দুষ্কর।

১. গর্ভাবস্থায় মা শিশুকে পেটে ধারণ করেন।

২. জন্মদানের কষ্ট স্বীকার করেন।

৩. জন্মের পর নিজের বুকের দুধ পান।

পবিত্র কুরআনুল কারিমেও মায়ের এই তিন কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন:-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰي وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।

[সুরা লুক মান:১৪]

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা আহক্বফে ইরশাদ করেছেন:-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ حَتّٰٓي اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚۗ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশটিকে আরো বেশী জোরদার করার লক্ষ্যে এই দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, সদ্ব্যবহারের এই আদেশে মা, বাবার উপর প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে। তার কারণ, একটানা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত গর্ভধারণের কষ্ট এবং প্রসব বেদনা একমাত্র জননী একাই সহ্য করে থাকে।

“উফ” বলতে নিষেধের তাৎপর্য-

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, মা-বাবার সাথে “উহ” (উফ) শব্দ করা বা বিরক্তি প্রকাশ করা মহাপাপ। তাদের সাথে সর্বদা নম্র ও আদবপূর্ণ আচরণ করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য, কারণ আল্লাহ তায়ালা নিজের ইবাদতের পরেই মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তাদের মেজাজ কিছুটা রুক্ষ ও খিটখিটে হতে পারে এবং বয়সের ভারে এমন কিছু কথাও তাদের মুখ থেকে আসতে পারে যা কখনো কাঙ্ক্ষিত হতে পারেনা। সন্তানদের উচিত বৃদ্ধ বয়সের পিতা-মাতার রুক্ষ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, শরীয়াহ বিরোধী না হলে তাঁদের কথা খুশি মনে মেনে নেয়া, তাঁদের কথা বা কাজে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে তাদের কোন কথার জবাব না দেয়া। আল্লাহপাক কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন -

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

অর্থ: আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।

পিতা-মাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়ে নিজের শৈশবের কথা মনে রাখা দরকার। ছোটকালে কতইনা পিতা-মাতাকে অযথা কথা-কাজে বিরক্ত করে কিন্তু পিতা-মাতা এতে বিরক্ত না হয়ে বরং সুন্দর ভাষায় হাসি মুখে প্রতিটি কথার উত্তর দেয়।

, পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি এবং তাদের মনে কষ্ট না দেওয়ার শিক্ষা এই আদেশের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

একটি শিক্ষনীয় গঠনা-

এক বৃদ্ধ তার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। বৃদ্ধ একদিন ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন।ইতোমধ্যে একটি কাক ঘরের দেওয়ালে বসল। বৃদ্ধ নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন: বাবা! এটা কী? ছেলে বললো, আব্বা! এটা একটা কাক। খানিক পর বৃদ্ধ আবার ছেলেকে বললেন: বাবা এটা কী? ছেলে বললো, আব্বা এটা একটা কাক। আরো কিছু ক্ষণ পর বাবা আবারও জিজ্ঞেস করলেন: বাবা! এটা কী? ছেলে বললো, আব্বাজান একটু আগেইতো বললাম, এটা একটা কাক। আবারও কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন: বাবা! এটা কী? এবার ছেলে চটে গেল। তার গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে ধমকের সুরে উত্তর দিলো: কাক,কাক। বৃদ্ধ পিতা তার কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন: বাবা! এটা কী? এবার ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। সে ধমকের সুরে বললো, একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন! হাজারবার বলেছি, এটা একটা কাক। এতবার বলার পরও আপনার বুঝে আসে না? এভাবে ছেলে বৃদ্ধ পিতাকে শাসাতে লাগলো। একটু পর বৃদ্ধ পিতা সেখান থেকে উঠে গেলো। কামরায় গিয়ে একটা পুরাতন ডায়েরি বের করলেন।ডায়রির একটা পাতা খুলে ছেলের কাছে আসলেন। বললেন: বাবা! এ পাতাটি একটু পড়ো। দেখো, এখানে কী লিখেছি? ছেলে পড়তে লাগলো দেখলো লেখা আছে যে, আজ বারান্দায় বসা ছিলো আমার ছোট্ট ছেলে। আমিও বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে একটা কাক আসলো।ছেলে আমাকে পঁয়ত্রিশবার জিজ্ঞেস করলো: আব্বাজান! এটা কী? আমিও পঁয়ত্রিশবার উত্তর দিয়েছি যে, বাবা! এটা একটা কাক। যতবারই সে প্রশ্ন করেছি ততোবারই আমার কাছে ভালো লেগেছে। ছেলে লিখাটি পড়ে শেষ করলে পিতা বললেন, বৎস! দেখ, পিতা আর সন্তানের মাঝে পার্থক্য এখানেই। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন পঁয়ত্রিশবার আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলে। আর আমিও আনন্দচিত্তে, শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলাম। অথচ আজ আমি মাত্র পাঁচবার জিজ্ঞেস করলাম আর তুমি এতেই রেগে গেলে!!

বি:দ্রঃ গঠনাটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামি ব্যক্তিত্ব মাওলানা ত্বকী উসমানী হাফিঃ এর “ইসলাহী খুতবাহ” থেকে সংগ্রহকৃত।

উক্ত গঠনা সন্তানদের উপলব্ধি করতে শিখায় যে, সন্তানদের ছোটকালে পিতা-মাতার ধৈর্য্য। মা-বাবা যেমন সন্তানদের অবুঝকালে হাসি মুখে আনন্দের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও সন্তানের উচিত তাদের সাথে সেই সদ্ব্যবহারটা করা। তারা যেন ব্যথিত না হয়ে সেদিকে খেয়াল রাখা।

এই নিয়ামতের মূল্যায়ণ কর

পিতা-মাতা আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও ছায়াস্বরূপ। যাদের পিতা-মাতা জীবিত আছেন, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সুখী মানুষ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার খেদমত জান্নাত অর্জনের অন্যতম সোপান।

আর এটাতো এমনই এক নিয়ামত যার তুলনা দুনিয়াতে আর নেই। যেমন, হাদিসে এসেছে:-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً "، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ: " نَعَمْ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ "

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন পিতা মাতার ভক্ত সন্তান নিজের পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বদৌলতে তার জন্য [আমলনামায়] একটি হজ্বে মাবরূর [কবুল হজ্ব] এর সওয়াব দান করেন। সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দৈনিক একশবার দৃষ্টি করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।

{শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৭৪৭২, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৪৫৫৩৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-৪৯৪৪}

[বি.দ্র: হাদীসটি সনদের দিক থেকে জঈফ। আর জঈফ হাদীস ফযীলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। এ ব্যপারে গ্রহণযোগ্য সমস্ত ফক্বীহ এবং মুহাদ্দিসীনগণ একমত।]

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنارُكَ"

আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বলেনঃ তাঁরা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।[সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৬৬২]

তায়সালা ইবনে মায়্যাস (রহঃ) বলেন:-

আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপ কাজ করে বসি, যা আমার মতে কবীরা গুনাহের শামিল। আমি বিষয়টি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি- (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা করা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ, যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক'।

এই ঋণ শোধ হবার নয় -

পিতা-মাতার ঋণ অসীম এবং তা কখনোই পুরোপুরি শোধ করা সম্ভব নয়। সন্তান ধারণ, লালন-পালন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং ত্যাগের মাধ্যমে তারা যে ঋণের বোঝা তৈরি করেন, তা পার্থিব কোনো কিছু দিয়ে পরিশোধযোগ্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতেও কোনো সন্তান তার পিতা-মাতার ঋণ শোধ করতে পারে না।এমন কী সন্তান যদি তার

গায়ের চামড়া দিয়ে পিতা-মাতার পায়ের জুতা বানিয়েও দেয় তবুও মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণও শোধ হবেনা।

এ ঋণ যতই পরিশোধের চেষ্টা করা হোক না কেন, তা শোধ হবার নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ইয়েমেনের এক লোককে দেখলেন, মাকে কাঁধে বহন করতে। মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করতে করতে বলছিল-

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ْ
إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَر ْ
الله رَبِّي ذُو الْجَلَالِ الأكْبَر
حَمَلْتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا حَمَلَتْنِي
فَهَلْ تُرَى جَازَيْتُهَا يَا ابْنَ عُمَر ؟ْ

আমি মাকে বহন করা অনুগত উট।
তাঁর উট আতঙ্কিত হলেও আমি আতঙ্কিত হই না।
আল্লাহ আমার রব, মহা পরাক্রমের অধিকারী।
মা আমাকে যতদিন গর্ভে ধারণ করেছেন তার চেয়েও বেশি আমি তাঁকে বহন করেছি।
হে ইবনে উমর, তোমার কী মনে হয়, আমি তাঁর প্রতিদান দিতে পেরেছি?
তিনি বললেন, না, জন্মের সময় তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও দিতে পারনি। - [আলআদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ১৮]

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের প্রতি সন্তানের যে বিশাল ঋণ, তা হজ্জ বা যেকোনো সেবার মাধ্যমেও পুরোপুরি পরিশোধ করা অসম্ভব।

ইবনে আবী শায়বাহ মায়ায ইবনে জাবাল রাঃ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে:-

انه : ما حقُّ الوالدينِ على الولد؟ قال : لوخرجت َ
من اهلك و مالك ما اَدَّيتَ حقَّهُما-

“তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো সন্তানের ওপর মা-বাবার হক কী? জবাবে তিনি বললেন, যদি তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ দিয়ে দাও, তবুও তাঁদের হক আদায় করতে পারবেনা।”

“মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত”- এই বাক্যের তাৎপর্য

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَ " وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " ارْجِعْ فَبَرَّهَا " . ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. قَالَ " وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ " . قُلْتُ
نَعَمْ . قَالَ " ارْجِعْ فَالْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ "

মুয়াবিয়াহ বিন জাহিমাহ আস-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই, এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সওয়াব অর্জন আমার লক্ষ্য। তিনি বললেন, “তোমার মা কি জীবিত আছেন?” আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, “ফিরে যাও এবং তাঁর সেবা করো।” (মুয়াবিয়া বলেন) আমি এরপর তাঁর সামনে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই, এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন আমার লক্ষ্য। তিনি আবারো বললেন, “তোমার মা কি জীবিত আছেন?” আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, “ফিরে যাও এবং তাঁর (মায়ের) পদদ্বয় আঁকড়ে ধরো (সেবা করো), কারণ জান্নাত তো তার পায়ের নিচেই।”

*হাদিসের মান: সহিহ (নাসাঈ, হা/৩১০৪)।

[বি.দ্র: মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত—এর অর্থ হলো, মায়ের সেবা, আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনই হলো জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম।]

পিতা-মাতার দু'আ: সন্তানের কবুলিয়াত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "তিনটি দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়: (১) মযলুম বা নির্যাতিতের দুআ, (২) মুসাফিরের দুআ এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার (কল্যাণ বা অকল্যাণের) দুআ"।
[:সুনানে তিরমিযী: ১৯০৫ সুনানে আবু দাউদ:১৫৩৬ সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৮৬২]

মা-বাব এক মহৎ অনুভব। সন্তানের জীবনের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান যদি কারও হয়, তবে তা হলো বাবা-মা। শুধু জন্ম দেওয়া নয়, সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করা, তার জন্য দোয়া করা এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে আগলে রাখা—এসবই একজন বাবা-মায়ের দায়িত্ব ও ভালোবাসার নিদর্শন।
ইসলামে বাবা-মায়ের দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মায়ের দোয়া সন্তানের জীবনে অনেক বড় কাজ করে। ইতিহাসে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম বুখারি (রহ.)-এর মতো মনীষীদের ঈমান, ইলম ও জীবনগঠনে তাঁদের মায়েদের দোয়ার ভূমিকা ছিল অসাধারণ।
পিতা-মাতার দোয়া শুধু তাদের ভালোবাসার একটি প্রকাশ নয়; বরং এটি এক ধরনের শক্তিশালী অবদান যা সন্তানদের জীবন, চরিত্র এবং গন্তব্যকে প্রভাবিত করে।
জীবনের সাফল্য:
মা-বাবার দোয়া সন্তানের জীবনে সাফল্য অর্জনে সহায়ক কারণ হতে পারে। হজরত উমর (রা) একবার বলেছিলেন:
> "যার মা-বাবা তাকে মাফ করে, সে সফলতার পথে চলে।"
এটি বোঝায় যে, পিতা-মাতার দেওয়া দোয়া সন্তানের জীবনের সফলতা অর্জনে ক্রিয়াশীল হয়। তাদের দোয়া সন্তানদের জন্য আধ্যাত্মিক ও বিনয়ী স্বভাব গড়ে তুলে।
অতুলনীয় নিরাপত্তা:

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দেয়। যখন মা-বাবা সন্তানের জন্য দোয়া করেন, তখন তারা যেন সন্তানদের আল্লাহর রহমতের জন্য তৈরি করেন। মহানবী (সা) বলেন:

> "মায়ের দোয়া সন্তানের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়।"

এই কারণে, সন্তানের উপর মা-বাবার দোয়ার বিশেষ প্রভাব স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

সুস্থ সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন:

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জীবনে সামাজিক সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন আরো মজবুত করে। পরিবারের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বাড়াতে এটি সহায়ক। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের জন্য দোয়া করে, তখন তা পারিবারিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে।

গঠনমূলক নির্দেশনা:

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানদের জন্য বাস্তবমুখী গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করে। তাদের দোয়ায় ভালো পথে চলার এবং সঠিক কার্যক্রমের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সন্তানের জন্য সঠিক পথ ও আচরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশনা দেওয়া মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব।

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জীবনে একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং পারিবারিক উভয় দিক থেকেই উন্নতি সাধনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করেন, তখন তা আল্লাহর কাছে তাদের সন্তানের নিরাপত্তা এবং সাফল্যের জন্য একটি প্রার্থনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সন্তানদের উচিত পিতা-মাতা দ্বারা প্রদত্ত দোয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা এবং তাদের সেবা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

হযরত মুসা কালিমুল্লাহর বন্ধুর গঠনা:-

একদিন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন-

"হে আল্লাহ! বেহেশতে যে ব্যক্তি আমার বন্ধু হবেন, আপনি আমাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন"। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মূসা! শহরের অমুক বাজারে গিয়ে দেখ; এরূপ চেহারা-ছুরুতের এক কসাই পাবে।সে বেহেশতে তোমার "রফিক" (বন্ধু) হবে।

এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মুসা (আ) সেই বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং যথা সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে মাগরিবের নামাজের সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে সেই

কসাইয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি দেখলেন, সেই কসাই সন্ধ্যার সময় কিছু গোশত একটি প্যাকেটে ভরে বাড়ির দিকে রওনা হলো। মূসা (আ) তাকে বললেন- এই যে ভাই, তুমি কি কোনো মুসলমানকে তোমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে রাখতে পার? সে বললো, হ্যা।এরপর তিনি তার সঙ্গে তার বাড়িতে গেলেন। ঘরে পৌঁছে সে ঐ গোশতগুলি রান্না করল। ছোট্ট একটি থলে থেকে কবুতরের বাচ্চার মতো অতি জীর্ণশীর্ণ এক বৃদ্ধাকে ঘরের এক কর্ণার থেকে চামচের সাহায্যে গোশতের শুরবা খাওয়ালো, তার কাপড়-চোপড় ধুয়ে শুকিয়ে আবার তাকে ভালোভাবে পরিয়ে দিল। তারপর আবার বৃদ্ধকে থলের মধ্যে রেখে একটি পেরেকের সাথে ঝুলিয়ে দিল। বদ্ধা তখন ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বললো।

হযরত মূসা (আ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন- বৃদ্ধা ঠোঁট নেড়ে কি যেন বললেন,তুমি কী সেটা বুঝতে পেরেছ? লোকটি বলল, মুখ নেড়ে তিনি এই দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ আপনি আমার পুত্রকে বেহেশতে মূসা নবীর সঙ্গী করো। মূসা আ: বললেন- এই বিষয়ের তাৎপর্য তো আমি কিছুই বুঝলামনা। লোকটি বলল- ইনি হচ্ছেন আমার মা জননী। বার্ধক্যের দরুন তিনি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন।কোনো রকম উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার শক্তি তাঁর নেই। সুতরাং আমি এভাবে তাঁর খেদমত করি এবং তাঁকে খাওয়ায়ে -পরায়ে থাকি। বিবরণ শুনে হযরত মূসা (আ) নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন- আমিই মুসা। আর তুমিই বেহেশতে আমার সঙ্গী হবে।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহঃ এর জীবনে মায়ের দোয়ার প্রভাব:-

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহঃ একদা রাত্রে পাঠ্যরত অবস্থায় ছিলেন। মা ডেকে বললেন বাবা বায়েজীদ আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আমার অত্যাধিক পিপাসা পেয়েছে। তিনি পানি আনতে গেলে দেখলেন ঘরের মশকে পানি নেই। পার্শ্বস্থ কুয়া থেকে মশক ভর্তি করে পানি এনে দেখলেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন ছিল শীতকাল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সারা রাত মায়ের শীয়রে দাড়িয়ে রইলেন সন্তান বায়েজীদ। অতি ঠাণ্ডায় হাতগুলি যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ফজরের আযানের পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দেখেন সুলতান বায়েজীদ শিয়রে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করলেন বাবা বায়েজীদ তুমি আমার শিয়রে পানির গ্লাস নিয়ে দাড়িয়ে আছ কেন? তিনি বলেন মা গভীর রাতে পানি চাইলে মশকে পানি না থাকায় পার্শ্বস্থ কুয়া থেকে পানি আনতে দেরি হয়ে যায়। যার ফলে এসে দেখি

আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। তাই আপনার কষ্ট হবে বলে ঘুম ভাঙ্গানোর চেষ্টা করিনি। আপনি কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি তালাশ করেন তখন যদি হাতের নাগালে পানি না পান হয়ত কষ্ট পাবেন, তাই একথা ভেবে পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সুলতান বায়েজীদ (রা.)-এর কথা শুনে মায়ের আনন্দে বুক ভরে উঠল। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে মা স্রষ্টার দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমার বায়েজীদকে সুলতানুল আরেফীন হিসাবে তোমার বন্ধুর দফতরে অতি মর্যাদার আসন প্রদান কর। সুলতানুল আউলিয়া হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.) বলেন-সেদিন মাতৃহৃদয়ে সেই অকপট প্রাণখোলা দোয়া আল্লাহর দরবারে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। যার ফল স্বরূপ আমার বর্তমান অবস্থা।

কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবার হতে ফেরত যায় না- মজলুম, মুসাফির, পিতা-মাতা।

পিতা-মাতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা

সাঈদ ইবনে সুফিয়ান সাউরী রাহ. বলেন, আমি বাবার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি নফল নামায পড়া অবস্থায় আমাকে ডাকলে আমি নামায ছেড়ে দিই। [-মাকারিমুল আখলাক, ইবনু আবিদ দুনয়া, পৃষ্ঠা ৬৪]

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَتِ النَّخْلَةُ تَبْلُغُ أَلْفَ
دِرْهَمٍ، فَعَمَدَ أُسَامَةُ إِلَى نَخْلَةٍ فَضَرَبَهَا، ثُمَّ نَزَعَ جُمَّارَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهِ أُمَّهُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أُسَامَةُ، مَا
حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النَّخْلَةَ تَبْلُغُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: "سَأَلَتْنِي أُمِّي، وَمَا سَأَلَتْنِي شَيْئًا
هُوَ لِي إِلَّا أَعْطَيْتُهَا"

অনুবাদ: তখনকার সময়ে (মদিনায়) একটি খেজুর গাছ (এর উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী) ১০০০ দিরহাম মূল্যের হতো। (এমন মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও) উসামা (রা.) একটি খেজুর গাছের কাছে গেলেন এবং সেটিকে কেটে এর 'জুম্মার' বা মাথি বের করলেন। এরপর সেটি তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হে উসামা! তুমি এটা কেন করলে? অথচ তুমি জানো যে, এই গাছটির মূল্য ১০০০ দিরহাম (বা

তা থেকে এত টাকার ফল পাওয়া যেত)।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার মা আমার কাছে এটি চেয়েছিলেন। আর তিনি আমার কাছে এমন কিছু চাননি, যা আমার সাধ্যের মধ্যে আছে অথচ আমি তাঁকে দিইনি"'।

উপরের ঘটনা থেকে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামগণের নিকট পিতা-মাতার কথার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

মায়ের সাথে বেয়াদবি করার ভয়াবহ পরিণাম

হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত :-

একদা একটি কাফেলা সফরে উদ্দেশ্যে বের হলে রাত্রি যাপন করার জন্য এক জঙ্গলের পার্শ্বে তাবু টেনে রাত্রি যাপন করতে মনঃস্থির করল। রাত যখন গভীর হল একটি গাধার আওয়াজ তাদের ঘুমের সমস্যার কারণ হয়ে দাড়ায়। তারা অনুসন্ধান করার জন্য জঙ্গলে বের হয়ে পড়লেন। কাফেলার লোকজন দেখতে পেলেন একটি ছোট্ট কুটির, তাঁতে এক বৃদ্ধা মহিলা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল। তারা বৃদ্ধ মহিলাকে বলল আমরা একটি গাধার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যা আমাদের ঘুমের সমস্যা হচ্ছিল। ঐ মহিলা বলল সে আমার ছেলের আওয়াজ। তার অবস্থান এখন কবরে। হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রা.) লিখেন, আমি আশ্চর্য হয়ে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলের এ অবস্থার কারণ কি? সে বৃদ্ধ মহিলা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, বাবা আমার ছেলে আমাকে প্রতি রাত্রে ঘরে এসে বলত এই গাধা এদিকে আস, ঐ দিকে যা, এটা কর, ঐটা কর ইত্যাদি বলে আমাকে ডাকত যে ব্যবহারে আমি অত্যান্ত- কষ্ট ও দুঃখ পাই। যার ফলে আমি তার জন্য বদদোয়া করতে বাধ্য হই। ফলস্বরূপ মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে এই অবস্থা ঘটে। তারা বলল আমাদেরকে ঐ কবরস্থানে নিয়ে চল। আমরা কবরস্থানে যাওয়ার পর দেখা গেল একটি কবর দিখণ্ডিত হয়ে একজন মানুষ যার গর্দান পর্যন্ত- গাধার ন্যায় এবং আওয়াজও করছে গাধার মতো। আমরা এই কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হলাম এবং এ নেক্কার বৃদ্ধা মহিলাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলাম, যেন তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার স্থায়ী মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে দোয়া করেন। হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রাহ.) বলেন, আমরা জানিনা এর পরে ঐ যুবকের কি অবস্থা হয়েছিল। যেহেতু আমরা সফররত কাফেলা ছিলাম।

মায়ের কথা না শোনার পরিণতি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلاً رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ رَاعِيَ بَقَرٍ يَأْوِي إِلَى أَسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ إِلَى الرَّاعِي، فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي: أُمِّي وَصَلاَتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلاَتَهُ، ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: أُمِّي وَصَلاَتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلاَتَهُ، ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُمِّي وَصَلاَتِي؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْثِرَ صَلاَتَهُ، فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ: لاَ أَمَاتَكَ اللَّهُ يَا جُرَيْجُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمُومِسَاتِ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ. فَأُتِيَ الْمَلِكُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ، فَقَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اهْدِمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأْتُونِي بِهِ، فَضَرَبُوا صَوْمَعَتَهُ بِالْفُئُوسِ حَتَّى وَقَعَتْ. فَجَعَلُوا يَدَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আবু দাউদ) এবং জুরাইজ সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত আর কোন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দোলনায় কথা বলেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেনঃ জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। তার উপাসনালয়ের প্রান্তেই এক রাখাল বাস করতো। গ্রাম্য এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করতো।

একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন, হে জুরাইজ! তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মনে মনে বলেন, আমার মা এবং আমার নামায। তিনি তার নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি মায়ের উপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চীৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচীন ভাবলেন।

জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেনঃ "তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান"। অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে রাজ-দরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঔরসে এ শিশুর জন্ম? সে বললো, জুরাইজের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসনালয়বাসী জুরাইজ? সে বললো, হাঁ।

রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং তাকে আমার নিকট হাযির করো। তারা কুঠারাঘাতে তার উপাসনালয়টি ভূপাতিত করলো এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে নিয়ে রাজ-দরবারে চললো। পথে পতিতা নারীরা সামনে পড়লো, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলো।

রাজা তাকে বলেন, সে কি ধারণা করে? জুরাইজ বলেন, সে কী ধারণা করে? রাজা বলেন, তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ঔরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? তারা বললো, এই যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বললো, গরুর রাখাল।

এবার রাজা বলেন, আমরা কি আপনার খানকাহ সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা ঘটনা আছে যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করেন। (বুখারী, মুসলিম)।[আদাবুল মুফরদ]

" সে লোক ধ্বংস হোক"- রাসূল সাঃ এর বদদোয়া

পিতা-মাতাকে জীবিত পেয়েও তাদের খেদমত না করা একটি বিশাল দুর্ভাগ্যের বিষয়, যার ফলে রাসূল (সা.) তাদের জন্য ধ্বংসের বদদোয়া করেছেন।

হাদিসে আছে:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সে ধ্বংস হোক! সে ধ্বংস হোক! সে ধ্বংস হোক!" জিজ্ঞেস করা হলো,

"হে আল্লাহর রাসূল! সে কে?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তাদের দু’জনকে অথবা যে কোনো একজনকে, অথচ (তাদের সেবাযত্ন করে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।" [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৫১]

হাদিসের ব্যাখ্যা:হাদিসে বর্ণিত "رغم أنفه" (রগিমা আনফুহু) শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো—তার নাক ধূলিমলিন হোক বা সে লাঞ্ছিত হোক। এটি এমন এক ব্যক্তির জন্য অভিশাপ, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মতো জান্নাতে যাওয়ার সহজ সুযোগ পেয়েও তা অবহেলা করেছে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "آمِينَ آمِينَ آمِينَ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: "قَالَ لِي جِبْرِيلُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ عَبْدٍ - أَوْ بَعُدَ - دَخَلَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. فَقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: آمِينَ".

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, "আমিন, আমিন, আমিন।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো এমনটি (আগে) করতেন না? রাসূল (সাঃ) বললেন, "(মিম্বারে ওঠার সময়) জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, "ঐ বান্দা ধ্বংস হোক (আল্লাহ তাকে তার রহমত থেকে দূরে ঠেলে দিন), যে রমজান মাস পেল অথচ তার গোনাহ মাফ হলো না।" আমি বললাম, "আমিন।"তিনি (জিবরাঈল) আবার বললেন, "ঐ বান্দা ধ্বংস হোক, যে তার পিতামাতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ তারা (তাদের সেবার মাধ্যমে) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না।" আমি বললাম, "আমিন।"অতঃপর জিবরাঈল বললেন, "ঐ বান্দা ধ্বংস হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করল না।" আমি বললাম, "আমিন।"

(তথ্যসূত্র: [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং- ৯০৭; সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হাদিস নং- ১৮৮৮; মিশকাতুল মাসাবীহ- ৯২৭])

কারণ পিতা-মাতার বৃদ্ধ হলে তাদের খেদমতের বেশি প্রয়োজন হয়। আর এই সময় সন্তান তাঁদের খেদমত করে জান্নাত লাভ করতে পারে। পিতা-মাতার সামান্য দুআ সন্তানের আখিরাতকে নুরান্বিত করে দিতে পারে। তাই সন্তানের উচিত তাঁরা জীবিত থাকতেই এই মুল্যবান নিয়ামতের কদর করা।

ফিরে যাও: তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ কর

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত:-
“এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর খেদমতের হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করিম সাঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ কী জীবিত আছেন? সে বললো: জ্বী হ্যা। বরং আল্লাহর শোকর যে,তাঁরা উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কী সত্যিই আল্লাহর নিকট হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হ্যা। আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহলে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।”
[সহীহ বুখারী: ৩০০৪, সহীহ মুসলিম: ২৫৪৯, আবু দাউদ, নাসাঈ]

عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ . فَقَالَ " ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا " .

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরতের

বাই'আত নিতে এসেছি এবং আমার পিতামাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে সেভাবেই হাসাও (আনন্দ দাও), যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছিলে।"
[সুনানে আবু দাউদ:২৫২৮]

হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত:-

انَّ رجلاً من اهلِ اليمنِ هاجرَ الى رسولِ اللهِ ﷺ فقال
هل لك احدٌ باليمنِ؟ قال ابوَاى - قال اذْنًا لك ؟ قال لا -
قال فارْجِعْ اِلَيْهِما فاسْتئْذَنْهُما- فان اذناً لك فجاهدْ وَ الَّا
فَبِرَّهُما-

"ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি হিজরত করে রাসূল ﷺ এর নিকট হাজির হলে,রাসূল সাঃ বললেন, ইয়ামানে তোমার কেউ আছে? সে বললো, আমার পিতা-মাতা আছেন। এরপর রাসূল সাঃ বললেন, তারা কী তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও।তারা যদি অনুমতি দেয় তবে তুমি জিহাদ কর, তা না হলে তাদের খেদমত কর।"

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অনেক বেশি। এরপরও পিতা-মাতা যদি সন্তানের সাহায্য ও খেদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাদের খেদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষী হবে।আর তাতেই রয়েছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি। ইসলাম খেদমতের মুখাপেক্ষী পিতা-মাতার খেদমত করা হিজরত ও জিহাদের মতো উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নিজের ইবাদতের নির্দেশের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে আর্থিক ভরণপোষণ অন্যতম। পিতা-মাতা বৃদ্ধ হলে বা আয়-উপার্জনে অক্ষম হলে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব সন্তানের ওপর বর্তায়। ইবনে মুনযির (রহ.)

বলেন, সকল আলেম একমত যে, যদি পিতা-মাতা অভাবী হন এবং তাদের কোনো আয়ের উৎস না থাকে, তবে সন্তানদের ওপর তাদের ভরণপোষণ ফরজ (অবশ্য পালনীয়)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা বাকারার ২১৫নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে:-

يَسۡـَٔلُوۡنَکَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ ؕ قُلۡ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ فَلِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ وَالۡيَتٰمٰی وَالۡمَسٰکِيۡنِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ؕ وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ

অর্থ: (হে নবী!) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, 'তারা কি জিনিস দান করবে?' বলুন, 'তোমরা যে ধন খরচ কর, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন (এতীম), অভাবগ্রস্ত (মিসকীন) এবং (দুর্দশাগ্রস্ত) মুসাফিরদের জন্য।[১] আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।'[বাকারাহ:২১৫]

এ আয়াতে সম্পদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতের তাফসিরে নওয়াব সিদ্দীক হাসান লিখেছেন, সন্তানের অর্থ-সম্পদ খরচের ব্যাপারে মা-বাবাকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সন্তানের উপর তার অর্থ-সম্পদে তার মা-বাবার যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। কেননা, মা-বাবাই হচ্ছেন সন্তানের এই দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের বাহ্যিক কারণ।

হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্বের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي . فَقَالَ

" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী (তিনি আমার সম্পদ নিয়ে নিতে চান)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।"

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي"، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ"।

'আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত:
এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, অথচ আমার পিতা আমার সম্পদ নিয়ে নিতে চান।রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জনের অংশ খাও"।

পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক সদ্ব্যবহার না করা বড় পাপ। তাদের ভরণপোষণ না দেওয়া এবং তাদের কষ্টে ফেলে রাখা পরকালে শাস্তির কারণ হতে পারে। পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্ব শুধুমাত্র করুণা নয়, বরং এটি একটি ফরজ ইবাদত, যা সন্তানদের ওপর অপরিহার্য।

পিতা-মাতার জন্য উপার্জন করার ফযিলত সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে:-
পিতামাতার জন্য খরচ করাকে হাদীসে সদকা বা আল্লাহর পথে ব্যয়ের সমতুল্য বলা হয়েছে। এটি কেবল সাধারণ খরচ নয়, বরং এটি একটি বড় নেকির কাজ।
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً" ً

অর্থ: "যখন কোনো মুসলিম সওয়াবের (আল্লাহর পুরস্কারের) আশায় তার পরিবারের (পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান) জন্য খরচ করে, তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।"
[সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫৩৫১]
অন্য এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে :-

كعب بن عجرة (رضي الله عنه) قال: مر على النبي (صلى الله عليه وسلم):
رجل، فرأى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن كان خرج يسعى على ولد صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ريا وسمعة فهو في سبيل الشيطان" (رواه الطبراني والبيهقي - مشكاة المصاب

অর্থ: কাব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীগণ তাঁর দৈহিক শক্তি ও চটপটে অবস্থা দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এই লোক আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ) প্রচেষ্টা চালাত! তখন রাসূল (সা.) বললেন, যদি সে নিজ ছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায়। আর যদি সে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায়। আর যদি সে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য (হারাম উপার্জনের পরিবর্তে) উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায়। আর যদি সে লোক দেখানো বা অহংকারের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সে শয়তানের রাস্তায়।
সূত্র: মিশকাতুল মাসাবীহ (হাদিস নং ৪৯৩৮)।

ইসলামিক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পিতা-মাতার প্রতি আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:
ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা: পিতা-মাতার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সন্তানের ওপর ফরজ বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব।
চিকিৎসা ও সেবার খরচ: অসুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসা, ওষুধ ও নিয়মিত সেবার খরচ বহন করা।
বসবাসের সুব্যবস্থা: তাদের আরামদায়ক বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।
ঋণ পরিশোধ: পিতা-মাতার কোনো ধার বা ঋণ থাকলে তা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশোধ করা।
পকেট খরচ বা হাত খরচ: তাদের ব্যক্তিগত ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিয়মিত কিছু অর্থ বা হাত খরচ দেওয়া।
ইচ্ছা পূরণ: তাদের কোনো বৈধ ইচ্ছা বা শখ থাকলে (যেমন—হজ বা ওমরাহ পালন, ভালো পোশাক, সুস্বাদু খাবার) তা পূরণ করা।
মৃত্যুর পরবর্তী দায়িত্ব: মৃত্যুর পর তাদের সম্পদ থেকে অসিয়ত (যদি থাকে) পূরণ করা এবং তাদের পক্ষ থেকে সাদাকায়ে জারিয়া (যেমন—মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান) করা।

পিতা-মাতার আদেশ মান্য করার সীমা ও বিধান

ইসলামে পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা সন্তানের জন্য অন্যতম প্রধান ফরজ বা ওয়াজিব দায়িত্ব। কুরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্যের বিধান, এর সীমা এবং কখন তা মানা যাবে না, তার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা রয়েছে। যথা:-

শিরক ও হারাম কাজে নিষেধাজ্ঞা:

যদি পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহর সাথে শরিক (ঈমান ত্যাগ বা মূর্তি পূজার মতো কাজ) করতে বা কোনো গুনাহের কাজ (সুদ, ঘুষ, চুরি, মিথ্যা বলা) করতে বলেন বা অন্য কোনো হারাম কাজ যেমন,(ফরজ বা ওয়াজিব ত্যাগ করা: ফরজ নামাজ,রোজা,হজ্জ, পর্দা করা, ইত্যাদি) কাজে বাধা দিলে তা পালন করা হারাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ইরশাদ করেন:-

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخال

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়ে কোন বান্দার আনুগত্য করা জায়েজ নেই! বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঈমান ভঙ্গেরও কারণ হতে পারে!

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেন:- আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে চারটি আয়াত নাযিল হয়।(১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মদ ﷺ কে ত্যাগ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেননা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা লোকমানে ইরশাদ করেছেন যে:-

وَاِنۡ جَاہَدٰکَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِکَ بِیۡ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡہُمَا وَصَاحِبۡہُمَا فِی الدُّنۡیَا
مَعۡرُوۡفًا ۫ وَّاتَّبِعۡ سَبِیۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُکُمۡ فَاُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ(٣١:١٥)

অর্থ: তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশীদার করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব।

[সুরা লোক্বমান:১৫]

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব অপরিহার্য, যতক্ষণ না তা আল্লাহর অবাধ্যতায় পরিণত হয়। যখনই পিতা-মাতার আদেশ আল্লাহর আইনের

বিরোধী হয়, তখন সে আদেশ অমান্য করতে হবে, কিন্তু তবুও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

মানসিকভাবে কষ্টদায়ক কাজ: যদি পিতা-মাতার আদেশে সন্তানের নিজের ব্যক্তিগত বড় কোনো ক্ষতি হয় (শারীরিক, মানসিক, বা দ্বীনি) এবং তাতে পিতা-মাতার বিশেষ কোনো উপকার না থাকে, তবে তা মানা আবশ্যক নয়।

যৌক্তিক কারণ: পিতা-মাতার আদেশ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। যদি তাদের আদেশ কেবল বদমেজাজ বা অবিবেচনাপ্রসূত হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়।

অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আচরণ

সন্তান মুসলিম আর পিতা-মাতা যদি মুশরিক অর্থাৎ অমুসলিম হয় এই অবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন:-

وَاِنۡ جَاہَدٰکَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِکَ بِیۡ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡہُمَا وَصَاحِبۡہُمَا فِی الدُّنۡیَا مَعۡرُوۡفًا

“আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।”(লুক্বমান:১৫)

বিশেষ এই আয়াতটি সূরা লুকমান এর ১৫ নম্বর আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি তাদের অমুসলিম পিতা-মাতা তাদেরকে কোনভাবে ইসলাম পরিত্যাগের জন্য চাপ দেয় বা শিরক করার দিকে আহবান করে, তাহলে তাদেরকে তা মানতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এই নিষেধ থাকার পরও, পিতা-মাতাকে দয়া, সদয় আচরণ এবং ভালোভাবে সহবাস করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতের মূল বক্তব্য হলো, যখন পিতা-মাতা কোনো অযৌক্তিক দাবি করে বা আল্লাহর সাথে কোনও শরীক করার চেষ্টা করে, তখন মুসলিম সন্তানদের উচিত তাদের কথা অমান্য করা। এই অমান্য করা কখনোই অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যমে হওয়া উচিত নয়, বরং রক্ষা এবং ন্যায়ের সাথে তাদের সাথে আচরণ করাটাই হল কর্তব্য।

আসলে এই আয়াত মুসলিম সন্তানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রদান করে, যেখানে একদিকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলো রক্ষা করা দরকার এবং অন্যদিকে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করার নির্দেশ রয়েছে। এই কারণে, মুসলিম সন্তানদের উচিত তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয়, সহানুভূতিশীল এবং ভালো আচরণ করা, তাহলে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস রক্ষা করার সাথে সাথে পারিবারিক সম্পর্কও সংহত রাখতে পারবে।

তিরস্কার বা বিরোধিতা করার পরিবর্তে, সন্তানের উচিত বোঝানো যে ইসলাম তাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ ক্ষেত্রে পিতামাতার বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহায্য অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা। এতে পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হবে এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও সন্তানেরা সফল হতে পারবে।

মুশরিক মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার রাসূল সাঃ এর নির্দেশ-

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, আমার অমুসলিম মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার কাছে আসেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেনঃ “যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না” (৬০ঃ ৮) (বুখারী, মুসলিম, দারিমী)।

মুশরিক পিতার প্রতি হযরত ইব্রাহিম আঃ এর নম্র আচরণ:-

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মুশরিক পিতা (যাকে কুরআনে 'আযর' বলা হয়েছে) মূর্তিপূজারী ও মূর্তি নির্মাতা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও, পিতার প্রতি তাঁর ভক্তি, সম্মান এবং কোমল আচরণ ছিল অতুলনীয়।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে বললেন-

يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِيۡ عَنۡكَ شَيۡئًا

'হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে'?

يٰٓاَبَتِ اِنِّيۡ قَدۡ جَآءَنِيۡ مِنَ الۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَاۡتِكَ فَاتَّبِعۡنِيۡۤ اَهۡدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব।'

يٰٓاَبَتِ لَا تَعۡبُدِ الشَّيۡطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمٰنِ عَصِيًّا

'হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য'।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيۡۤ اَخَافُ اَنۡ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ فَتَكُوۡنَ لِلشَّيۡطٰنِ وَلِيًّا

'হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।'

(সুরা মারিয়াম:৪২-৪৫)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়,

ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পিতাকে দাওয়াত দেওয়ার সময় 'হে আমার পিতা' (يَا أَبَتِ - ইয়া আবাতি) বলে সম্বোধন করতেন, যা আরবী ভাষায় অত্যন্ত আদরের ও ভক্তিপূর্ণ সম্বোধন।

তিনি পিতাকে শয়তানের অনুকরণ করতে বারণ করেছিলেন এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন, তবে তা অত্যন্ত দরদের সাথে, যাতে পিতা কষ্ট না পান। শুধু এখানেই শেষ নয়; মূর্তি-পূজার অসারতা তুলে ধরার পর যখন মুশরিক পিতা ইব্রাহিম (আঃ)-কে পাথর মেরে হত্যার হুমকি দিয়েছিলো এবং ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলো, তখনও ইব্রাহিম (আঃ) ধৈর্যের সাথে বলেছিলেন:-

سَلٰمٌ عَلَيۡكَ ۚ سَاَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيۡ حَفِيًّا

"আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল'।(মারিয়াম:৪৭)

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জীবনের এই অংশটি শিক্ষা দেয় যে, পিতা-মাতা মুশরিক বা ভিন্ন মতাদর্শের হলেও সন্তানের উচিত তাদের সাথে সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও সম্মানজনক আচরণ করা।

মুশরিক মায়ের প্রতি হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ এর সদ্ব্যবহার: অতঃপর মায়ের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা:-

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন আমার মা ছিল মুশরিকা। তিনি ইসলাম সম্পর্কে কোন কিছু বুঝতে চেষ্টা করতেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমার আসা যাওয়াটা মা কোন মতেই মেনে নিতেন না। এ বিষয়ে মা আমাকে অনেক নির্যাতন ও গালমন্দ করতেন। কিন্তু আমি নিরব নির্বিঘ্নে তা শ্রবণ করে যেতাম। একদা মা আমাকে ঘরে আসতে দেখে অনেক মারধর করলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাওয়ার জন্য নিষেধ করলেন। আমি এক প্রকার সুযোগ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে সালাম কদমবুছি করে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মা মুশরিকা। তিনি আমাকে অনেক নির্যাতন করছেন। অনেক গালমন্দ করছেন। আপনার দরবারে আসা যাওয়ার জন্য আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। একথা শুনে বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু হুরাইরা তুমি কি তোমার মায়ের বিরুদ্ধে আমার কাছে বিচার চাচ্ছ? হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আপনার কাছে বিচার দিচ্ছি না এবং চাচ্ছিও না। আমার বিশ্বাস যে আপনি যদি মহান স্রষ্টার দরবারে মায়ের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তায়ালা আমার মাকে হেদায়েত করবেন। তাই আমি আপনার দরবারে অনুরোধ করব আপনি দুহাত তুলে একটু দোয়া করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহাত তুলে হযরত আবু হুরাইরার মায়ের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। এদিকে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে। সাহাবায়ে কেরাম তার জামা টেনে ধরে বললেন কি হয়েছে আবু হুরাইরা? আবু হুরাইরা বললেন আমার জামা ছেড়ে দাও এবং যেতে দাও। আমি বাড়ি গিয়ে দেখি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

করতে দেরি হয়েছে নাকি আমার মা হেদায়েত হতে দেরি হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) ঘরের দরজায় করাঘাত করতেই ভেতর থেকে আওয়াজ আসল কে আবু হুরাইরা? আমি আমার মায়ের আওয়াজ থেকে তাওহীদ এবং রিসালাতের ঘ্রাণ পেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার দয়াময়ী মা দরজা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন আবু হুরাইরা আমার অনেক ভুল হয়েছে। আমাকে নিয়ে চল সৃষ্টি জগতের রাহমাতুল্লীল আলামীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এবং ইসলামের শীতল ছায়াতলে আমাকে আবদ্ধ কর।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে এটাই শিক্ষা হয় যে, মা যদিও মুশরিকা হয় তারপরও সন্তানের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র। যত নির্যাতন করুক না কেন মায়ের অবাধ্য হওয়াটা আল্লাহ এবং তার হাবিব কোনমতেই পছন্দ করেননি।

মায়ের প্রতি আবু হুরায়রা রা.-এর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অনন্য। তিনি সর্বদা জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকতেন। আসহাবে সুফফায় পড়ে থাকতেন। এজন্য ক্ষুৎপিপাসা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যেও তিনি মায়ের কথা ভুলে যাননি।

একদিন তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। দেখলেন কিছু সাহাবী জটলা বেঁধে আছে। তিনি এগিয়ে গেলেন। তারা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরায়রা কি জন্য এখানে এলে? তিনি বললেন, ক্ষুধায় আর টিকতে পারছি না। বের হলাম দেখি কি হয়! তারা বলল, ও আল্লাহ! আমরাও তো ক্ষুধার কারণে এখানে সমবেত হয়েছি। তখন সবাই মিলে হাজির হলো রাসূল সা,-এর দুয়ারে।

নবীজি সা. ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তে তোমরা এখানে? তারা বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই হলো আমাদের হালাত। তখন রাসূল সা. খেজুরের থালা হাতে নিয়ে সবার হাতে দুটি করে তুলে দেন। আর বলেন, খেজুর দুটো খেয়ে পানি পান করো। আজ আর সারাদিন তোমাদের ক্ষুধা লাগবে না।

আবু হুরায়রা রা. হাত পেতে দুটো খেজুর নিলেন। কিন্তু খেলেন মাত্র একটি। অপরটি রেখে দিলেন। রাসূল সা. এমনিতেই আবু হুরায়ারাকে অনেক মহব্বত করতেন। বিষয়টি দেখে তিনি বললেন, আবু হুরায়রা কি করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! বাড়িতে মা আছেন। এটা তাকে দেব।

রাসূল সা.বললেন, না, না। দুটোই তুমি খাও। তোমাকে আমি আরো দুটো দিচ্ছি, তোমার মাকে নিয়ে দেবে।

[তবাকাতে ইবনে সাদ ৪/৩২৮, তারীখে ইবনে আসাকির ৫৮/৪৪০]

আবু মুররাহ (আবু হুরায়রা রাঃ-এর আযাদকৃত দাস) থেকে বর্ণিত:-
তিনি বলেন:"আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর আকিকে অবস্থিত জমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যখন তিনি তাঁর জমিতে (বা বাড়িতে) প্রবেশ করতেন, তখন উচ্চস্বরে বলতেন, 'আলাইকিস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, হে আম্মাজান!'মা (জবাবে) বলতেন, 'ওয়া আলাইকিস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'এরপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, যেমন আপনি আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।'মা জবাবে বলতেন, 'হে বৎস! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যেমন তুমি বৃদ্ধাবস্থায় আমার সাথে সদ্ব্যবহার করছ।'"
[আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং **১১**; সহীহ মুসলিমের বর্ণনা]

পিতা-মাতা ভুল করলে সংশোধনের পদ্ধতি

পিতা-মাতার ভুল সংশোধনে ভদ্রতা, ধৈর্য ও উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা জরুরি। সরাসরি দোষারোপ না করে বুঝিয়ে বলা, ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা, এবং উদাহরণ বা দলিল (যেমন- ভুল নথিপত্র) দেখিয়ে বিনয়ের সাথে সঠিক তথ্যটি তুলে ধরা উচিত। ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, অভিভাবকের সাথে সদাচরণ বজায় রেখে নছীহত করা বা ভুল ধরিয়ে দেওয়া যায়।
সংশোধনের পদ্ধতিসমূহ:
১.উপযুক্ত সময় নির্বাচন: তারা যখন মেজাজ ফুরফুরে রাখেন বা কোনো ভালো কাজের কথা বলেন, তখন তাদের ভুলের কথা সুন্দরভাবে জানান।
২. সম্মানজনক আলোচনা: পিতা-মাতার ভুল বোঝানোর জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো একটি সম্মানজনক আলোচনা করা। তাদের অজ্ঞতা বা ভুল এড়ানোর জন্য কি ধরনের কথাবার্তা বলা উচিত সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

আপনি ভুল করেছেন" না বলে, "আমার মনে হয় বিষয়টি এভাবে দেখলে ভালো হতো" বা "আমি কোথাও পড়েছিলাম..."—এভাবে নম্রভাবে কথা বলা।
৩.সরাসরি বিতর্ক না করা: তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা বা তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন। এতে তারা আত্মরক্ষামূলক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন।
৪.ভালোবাসা ও বোঝাপড়া: বুঝিয়ে বলুন যে, আপনি তাদের ভুলের কথা বলছেন শুধুমাত্র তাদের ভালোর জন্য এবং তাদের ভালোবাসেন বলেই।
৫. দলিল উপস্থাপন: যদি পিতা-মাতার আচরণে কোনো ইসলামিক নীতির বিরোধিতা থাকে, তবে কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সচেতন করা যেতে পারে। তবে এটি করতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে।
৬. দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা: পিতামাতার জন্য দোয়া করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে তিনি তাদের হৃদয়ে হেদায়েতের আলো প্রবাহিত করেন। হাদিসে এসেছে:
"যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয়।" (মুসনাদে আহমদ)
এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দোয়া করে আমরা তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে পারি।
৭.আচরণ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া: বেশিরভাগ সময়, আচরণ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া গঠনমূলক হতে পারে। সৎ আচরণ দেখিয়ে, তাদের ভুল উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
৮. সময়ের প্রয়োজনে সহানুভূতি: যখন পিতা-মাতা ভুল করেন, তখন আমাদের সহানুভূতি থাকা উচিত। আমরা সবাই ভুল করে থাকি, এক্ষেত্রে সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের ভুল ধরা উচিত।
সংশোধনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। ভুল হলে তাদেরকে ভদ্রভাবে বোঝানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। ইসলামের এই শিক্ষাগুলি আমাদের সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে সাহায্য করবে এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক হবে।
ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, কারোর উপর অন্যায় করার চেয়ে সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিৎ। পিতা-মাতা আমাদের জীবনের প্রথম গাইড, তাদের ভুলে ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার ভয়াবহ পরিণাম

মা-বাবা মানুষের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম। আল্লাহর ইবাদতের পরই মা-বাবার আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার মনে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া, তাদের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করা- ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। আজকাল অনেক ছেলেই বড় হয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা বিয়েশাদি করে মা-বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং প্রায় ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বসবাস করা পছন্দ করে।
এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে যে মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ اِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ اَنۡ تُفۡسِدُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَتُقَطِّعُوۡۤا اَرۡحَامَكُمۡ (٢٢)
اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَعَنَہُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّہُمۡ وَاَعۡمٰٓى اَبۡصَارَہُمۡ(٢٣)

'ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তের বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।' (সুরা মুহাম্মদ : ২২-২৩)।

মুফাসসিররা বলেন, 'রেহেম' বা রক্তের বন্ধন বলতে মা-বাবা নিঃসন্দেহে প্রথম।

এ ছাড়াও ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, মামা, খালা, চাচা-ফুপু প্রভৃতি নিকটাত্মীয় বোঝায়। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, সব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা-সহমর্মিতা প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন না করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশ উপরোক্ত আয়াতে রয়েছে। এর অন্যথা হলে তার যে কী শাস্তি সেটাও এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন:-

وَالَّذِيۡنَ يَنۡقُضُوۡنَ عَہۡدَ اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مِيۡثَاقِهٖ وَيَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ يُّوۡصَلَ وَيُفۡسِدُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَہُمُ اللَّعۡنَةُ وَلَہُمۡ سُوۡۤءُ الدَّار(١٣:٢٥)

অর্থ: 'যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লানত এবং মন্দ আবাস।' (সুরা রাদ : ২৫)

মা-বাবাকে কখনও বকাঝকা করা যাবে না, গালাগাল করা যাবে না, চড়া গলায় কথা যাবে না।রাসুল (সা.) বলেছেন:-

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ

''সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হচ্ছে ব্যক্তির দ্বারা তার মা-বাবাকে গালাগাল করা।''(বুখারি : ৫৯৭৩)।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার পার্থিব পরিনাম:-

১. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির রিজিকে সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোনো বরকত হয় না। আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত:-

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন:- "যে ব্যক্তি রিজিকে প্রশস্ততা কামনা করে এবং বয়সে বরকত চায়, তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।"

(বুখারি, হাদিস : ২০৬৭, মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৭)

কারো জন্য নিজ মা-বাবার চেয়ে নিকটাত্মীয় আর কেউ নেই। তাই মা-বাবার আনুগত্য রিজিকে ও হায়াতে বরকতের কারণ।

২. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত:-

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন," রবের সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে।" (তিরমিজি, হাদিস : ১৮৯৯)

৩. মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হয়! হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণনা করেন:-

রাসূল ﷺ বলেছেন :- " তোমরা অন্য লোকদের স্ত্রীদের ইজ্জত রক্ষা করো, তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের ইজ্জত রক্ষিত হবে।তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, তাহলে তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"

[মুসতাদরিকে হাকিম:৪র্থ খন্ড ১৫৪নং পৃষ্ঠা]

৪. কোনো সন্তান তার মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার কারণে মা-বাবা তাকে কোনো বদদোয়া বা অভিশাপ দিলে তা তার সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত:-

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, "তিনটি দোয়া কখনো নামঞ্জুর করা হয় না— সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।"

(তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৮)

পিতা-মাতার অবাধ্যতার আখিরাতে পরিনাম:-

দুনিয়াতেই যারা সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম তারা হলেন পিতা-মাতা। যারা দুনিয়াতে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে; দুনিয়া ও পরকাল সফলতার তাদের জন্য। আর যারা দুনিয়াতে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ তাদের দুনিয়া ও পরকাল উভয়টিই ব্যর্থ।

হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত:-

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না- ১. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। ২. মদখোর। ৩. দান করে খোঁটাদানকারী।

আরও তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না- ১. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। ২. দাউয়ুস (যে তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যদের পর্দায় রাখে না)। ৩. পুরুষের বেশধারিণী নারী।' (মুসতাদরাকে হাকেম)।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর ইবনে হাজামকে ইয়েমেনবাসীর নিকট এ মর্মে পত্র লিখে পাঠান যে:-

"কেয়ামতের দিন যে সব ব্যাপারে কবিরা গোনাহসমূহের মধ্যে জঘন্যতর প্রতিপন্ন হবে; তাহলো- আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করা; কোনো মুমিনকে হত্যা করা; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা; পিতা-মাতার অবাধ্যতা; বিবাহিত নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো; যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা, সুদ খাওয়া এবং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা।" (ইবনে হিব্বান)

আবু বাকরা (রাঃ) বলেন:-

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ " পিতা-মাতার চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই।" (দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান)।

[আল-আদাবুল মুফরাদ]

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন:-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান ও চুরি সম্পর্কে কি বলো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ এগুলি জঘন্য পাপাচার এবং এগুলির জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? মহান আল্লাহর সাথে শীরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচারী হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলেনঃ এবং মিথ্যাচার।”

(বাযযার, তাবারানী)[আদাবুল মুফরদ]

অন্য আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে:-

عَنْ طَيْسَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ وَالْكَبَائِرِ.

حدثنا موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق، عن طيسلة، انه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.

তায়সালা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যাচরণ কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত (৮ নং হাদীসের বরাত)

সংশোধনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। ভুল হলে তাদেরকে ভদ্রভাবে বোঝানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। ইসলামের এই শিক্ষাগুলি আমাদের সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে সাহায্য করবে এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, কারোর উপর অন্যায় করার চেয়ে সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিৎ। পিতা-মাতা আমাদের জীবনের প্রথম গাইড, তাদের ভুলে ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত।

মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ইসালে সওয়াব

ইসালে সওয়াব:

পরিচয়: ঈসালে সওয়াব’ ফারসী শব্দ। আরবীতে হবে ‘ঈসালুস সাওয়াব’ (তবে এ ক্ষেত্রে আরবীতে অন্য শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয় যেমন ‘ইহদাউস সাওয়াব’)। এর আভিধানিক অর্থ হল সওয়াব পৌঁছানো। পরিভাষায় ঈসালে সওয়াব হল কোনো নেক আমল করে এর সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা।

কষ্টার্জিত আমলের সওয়াব যে কাউকে দান করা হয় না। এটা সাধারণত তাকেই দান করা হয় যার প্রতি মহব্বত ও আন্তরিকতা আছে। প্রিয়জন আখেরাতের পথিক হয়ে গেলে তার জন্য এমন কিছু করা মানুষের স্বভাবজাত আগ্রহ, যা তার শান্তি-সফলতার পক্ষে সহায়ক হবে, তার জন্য আল্লাহর রহমত ও করুণার উপায় হবে। ফলে তিনি তার গোনাহ মাফ করে দিবেন, মর্যাদা উঁচু করবেন এবং সুখে-শান্তিতে ভরিয়ে তুলবেন। এই মহব্বতের একটি অনুষঙ্গ হল আত্মীয়তা। নিকট আত্নীয়দের মধ্যে অধিক হকদার হচ্ছে পিতা-মাতা।

মৃত মা-বাবার আত্মায় সওয়াব পৌঁছানো বড় নেক আমলগুলোর একটি। হাদিসে মৃত মা-বাবার জন্য এমন কিছু আমলের নির্দেশনা রয়েছে, যা জীবিত মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের মতোই সওয়াব।

ইসালে সওয়াবের কাজগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. সদকা বা দান: মৃত ব্যক্তির নামে খাবার, টাকা, বা অভাবীকে কোনো কিছু দান করা। হাদিসে সদকাকে মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. নফল নামাজ: কয়েক রাকাত নফল নামাজ পড়ে তার মৃত ব্যক্তির রুহে বখশিয়ে দেওয়া।

৩. দোয়া ও ইস্তিগফার: মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত বা গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

৪. কুরআন তিলাওয়াত ও খতম: কুরআন তিলাওয়াত করে বা খতম করে তার সওয়াব দান করা।

৫. তাসবীহ-তাহলীল: তাসবীহ, তাহলীল, যিকির-আযকার ও দরুদ পাঠ করে সওয়াব পৌঁছানো।

৬. হজ ও ওমরাহ: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ বা ওমরাহ করা।

৭. রোজা ও কোরবানি: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাজা রোজা বা কোরবানির সওয়াব পৌঁছানো।

৮. দ্বীনি জ্ঞান প্রচার: ভালো কথা বা জ্ঞান প্রচার করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দেওয়া।

৯. মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা।

হজরত আবু উসাইদ (রা.) বলেন:-

"আমরা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোনো অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। চারটি উপায় আছে–১. তাঁদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, ২. তাঁদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, ৩. তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা এবং ৪. তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুন্দর আচরণ করা।" (আল আদাবুল মুফরাদ: ৩৫)

উক্ত হাদিস অনুযায়ী, মৃত মা-বাবার জন্য পরকালীন কল্যাণে বিভিন্ন দোয়া করা। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ইস্তেগফার করা, জীবিত থাকতে তাদের করা ওয়াদাগুলো পূর্ণ করা, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভালো আচরণ করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি আমলগুলো মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার অনেক বড় একটি আমল।

হাদিসে এসেছে:-

মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর এই ৩টি আমলের একটি হলো নেক সন্তান। অর্থাৎ এমন সন্তান, যে নিজে ভালো মানুষ হবে, হালাল-হারাম মেইন্টেইন করে সবকিছু থেকে পবিত্র থাকবে এবং বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে তার মা-বাবার জন্য নিয়মিত দোয়া করবে। আর এ দোয়ার বরকত, ফজিলত ও সওয়াব তার মা-বাবার আমলনামায় যোগ হতে থাকে। বংশ

পরম্পরায় যদি নেক সন্তান থেকে যায়, তবে কখনো সওয়াব বা প্রতিদান বন্ধ হয় না। (মুসলিম : ৪০৭৭)

তাছাড়া, মৃত মা-বাবার জন্য দোয়া করা সন্তানের বিশেষ কর্তব্য। কবরে তাদের প্রশান্তির জন্য, মাগফিরাতের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন—

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: "হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন'। (সুরা বনি ইসরাইল: ২৪)

মা-বাবার জন্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আরেকটি দোয়া হলো—

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থ: 'হে আমাদের রব, রোজ কেয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দিন'। (সুরা ইবরাহিম: ৪১)

অন্য জায়গায় নূহ আলাইহিস সালামের এ দুআ বর্ণিত হয়েছে:-

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং যে ঈমান অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও।[সূরা নূহ : ২৮]

মৃত পিতা-মাতার ওয়াদা বাস্তবায়ন করা:

বাবা-মা কোনো ওয়াদা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা সন্তানের দায়িত্ব। এমন ওয়াদা যা তারা বেঁচে থাকলে করে যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কোরআন মাজিদে বলা হয়েছে:-

وَاَوۡفُوۡا بِالۡعَہۡدِ ۚ اِنَّ الۡعَہۡدَ کَانَ مَسۡـُٔوۡلًا

অর্থ: আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সুরা বনি ইসরাঈল: ৩৪)

মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতে হজ্জ, ওমরাহ ও সদকার বিধান

ইসলামি শরিয়তে মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ, ওমরাহ এবং সদকা বা দান-খয়রাত করার বিধান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি সওয়াব লাভ করেন । মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে এসব কাজের ব্যয়ভার বহন করা যায় ।নিচে বিস্তারিত বিধান দেওয়া হলো:

১. মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতে হজ্জ ও ওমরাহ (হজ্জে বদল):

বিধান: মৃত বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরাহ করা জায়েয।

হাদিস শরিফে এসেছে:-

বুরাইদাহ (রা.) বলেন: " এক নারী রাসুলের (সা.) দরবারে গিয়ে বললেন, আমার মা হজ না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, আপনি তার পক্ষ থেকে হজ করুন।"

(সুনানে তিরমিজি: ৯২৯)

মৃত মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ বা উমরাহ করলে তা আদায় হবে এবং তারা উপকৃত হবে। ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

»أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ«

অর্থ: " জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আগমণ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন কিন্তু তিনি হজ্জ সম্পাদন না করেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ কর। তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার উপর ঋণ থাকতো তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? সুতরাং আল্লাহর জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর দাবী পরিশোধ করার অধিক উপযোগী।"

[সহীহ বুখারী: ১৮৫২]

২. মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতে সদকা (সদকায়ে জারিয়া):

বিধান: মৃত মুমিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা, দান-খয়রাত, এতিম-মিসকিনকে খানা খাওয়ানো বা রোগীর চিকিৎসায় সওয়াব নিয়ত করে দান করলে মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পাবেন।

সদকায়ে জারিয়া: মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, গাছ লাগানো, পানির ব্যবস্থা করা (নলকূপ স্থাপন), উপকারী বই বা কুরআন দান করা—এসবের মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও সওয়াব তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে।

হাদিসের দলিল:

সাদ ইবনে উবাদা (রা.) হতে বর্ণিত:-

"আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তাহলে কি উপকার হবে?' রাসুল (স.) বলেন- 'হ্যাঁ"।' (সহিহ বুখারি: ২৭৫৬)

আরেক সাহাবি জানতে চাইলেন-

'আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি যদি সুযোগ পেতেন, সদকা করতেন। আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করলে কি সওয়াব পাবেন?' নবীজি (স.) বললেন- 'হ্যাঁ।' (সহিহ মুসলিম: ১০০৪)

অপর এক বর্ণনায় আসে:-

আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলি যুগে একশ উট জবাই করার মানত করেছিল। অতপর (তার ছেলে) হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট জবাই করে। (বাকি ৫০টি অপর ছেলে আমর জবাই করতে চান।) এ ব্যাপারে তিনি নবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমার পিতা যদি তাওহিদ স্বীকার করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে রোজা রাখতে বা সদকা করতে, তবে এটি তার কাজে আসত।' (মুসনাদে আহমদ: ৬৭০৪)

ইমাম নববির (রহ.) বলেন- 'দোয়া ও সদকার সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়—এটি ইজমা তথা সর্বসম্মত বিষয়। এতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।' (শরহু সহিহ মুসলিম: ১১/৮৫)

তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায়, সে যেন তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে। সদকা মাইয়িতের কাছে পৌঁছায় এবং উপকারে আসে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যারা এর বিপরীত মত দেয়, তাদের বক্তব্য বাতিল।’ (শরহু সহিহ মুসলিম: ১/৮৯-৯০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি আমল ছাড়া: ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. উপকারী জ্ঞান, ৩. নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে"।
[সহীহ মুসলিম, ১৬৩১, ১.৪.২]।

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব পাঠানোর বহু পদ্ধতি থাকলেও, দোয়া ও সদকা সবচেয়ে প্রমাণিত ও ফলপ্রসূ মাধ্যম। এই দুই আমল কোরআন-হাদিস দ্বারা সমর্থিত এবং উম্মাহর ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদিন আমরা আমাদের প্রিয় মৃতদের জন্য দোয়া করতে পারি এবং নিয়মিত সদকা করার মাধ্যমে তাদের রুহে সওয়াব পৌঁছাতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই কল্যাণময় আমলগুলো করার তাওফিক দিন। আমিন

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ

ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব:
কোরআনে মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন কীভাবে হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের আগে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। মৃতের কোনো অসিয়ত থাকলে তা পালন করার আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহপাক কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন। (দেখুন সুরা নিসা: ১১-১৪)
আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবিদের জানাজা নামাজ পড়াতেন না, যদি তার ঋণ অপরিশোধিত থাকত। (সহিহ বুখারি: ২১৪৮)
আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:-

“যে ব্যক্তি অহংকার, গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ ও ঋণ-এই তিন বিষয় থেকে মুক্ত অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।
(সুনানে তিরমিজি: ১৫৭২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪১২)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:-
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঈমানদার ব্যক্তির রূহ তার ঋণের সঙ্গে বন্ধক থাকে, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়"। (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস: ১০৭৯)।

রাসুল (সা.) সব সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।আয়েশা (রা.) বলেন:-
“আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজের শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে বিভিন্ন প্রার্থনা করার সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনাও করতেন। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো ঋণ থেকে অনেক বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কারণ, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে”।
(সহিহ বুখারি: ৮৩২, সহিহ মুসলিম: ৫৮৯)

মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ:
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমেই তাদের ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, কাফন-দাফন ও অসিয়ত পূর্ণ করার পর, উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বণ্টনের পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সন্তানরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে বা নিজেদের সামর্থ্য থাকলে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবেন।

মৃত পিতা-মাতার জন্য আরো কিছু করণীয়:

১.বাবা-মায়ের ভালো কাজ জারি রাখা, খারাপ কাজ বন্ধ করা:-

মৃত বাবা-মায়ের ভালো কাজগুলো জারি রাখার মাধ্যমেও বাবা-মায়ের সওয়াব জারি রাখা যায়। এতে নিজেরও সওয়াব লাভ হয়। হাদিস শরিফে এসেছে,

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন:-

'যে ব্যক্তি ইসলামের ভালো কাজ শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে। অথচ তাদের সওয়াব থেকে কোনো কমতি হবে না। (মুসলিম: ২৩৯৮)

"মৃতব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজ চালু করে গেলে তা সন্তান বন্ধ করবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে গুনাহের দিকে আহবান করবে, এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোনো কমতি হবে না।" (মুসলিম: ৬৯৮০)

২. মা-বাবার ছুটে যাওয়া নামাজের ফিদিয়া আদায় করা:-

বাবা-মায়ের ছুটে যাওয়া নামাজ-রোজার জন্য প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে এবং প্রতি রোজার পরিবর্তে এক মুদ (বর্তমান হিসাবে পৌনে দুই কেজি) পরিমাণ গম সদকা করা। ইকরিমা (রহ) বলেন:-

"আমার মা প্রচণ্ড তৃষ্ণা-রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং রোজা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আমি তাউস (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, প্রতিদিনের পরিবর্তে মিসকিনকে এক মুদ (বর্তমান হিসাবে পৌনে দুই কেজি) পরিমাণ গম প্রদান করবে।" (মুসান্নাফে আবদুর রাজজাক: ৭৫৮১)

৩.মা-বাবার জন্য নফল নামাজ:-

সন্তান মৃত মা-বাবার জন্য নফল নামাজও আদায় করতে পারে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে:-

'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! জীবদ্দশায় আমি আমার মা-বাবার আনুগত্য করি। তাঁদের মৃত্যুর পর আমি তাঁদের আনুগত্য কীভাবে করব? তিনি বলেন, মৃত্যুর পর তাদের আনুগত্য হলো, তুমি নামাজ পড়ার সময় তাদের জন্য নামাজ পড়বে এবং তুমি রোজা রাখার সময় তাদের জন্য রোজা রাখবে। '

(আওজাজুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা মালিক: পৃষ্ঠা-২৬৭)

৪. মা-বাবার কবর জিয়ারত করা:-

রাসুলুল্লাহ (স.) নিয়মিত মদিনার ‘বাকি’ কবরস্থান জিয়ারত করতেন। মৃত আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাহাবিদের জন্য দোয়া করতেন। চলার পথে কোনো কবর বা কবরস্থান পড়লেও মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘নবী (স.) মদিনার একটি কবরস্থান অতিক্রম করার সময় তার দিকে ফিরে বলেন— ‘হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাফ করে দিন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসারী। ’ (সুনানে তিরমিজি: ১০৫৩)

৫. মা-বাবার মানত পূরণ করা:-

মা-বাবা কোনো মানত করে গেলে, সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে—‘কোনো মহিলা রোজা রাখার মানত করেছিল, কিন্তু সে তা পূরণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার ভাই এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করো। (সহিহ ইবনে হিববান: ২৮০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের বাবা-মায়ের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। তাদের পরকার সুন্দর ও কল্যাণময় করুন, আমিন।

পিতা-মাতার আত্মীয় বা বন্ধুদের সম্মান করার হাদিস

পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সম্মান করা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এবং সন্তানের জন্য বড় নেকীর কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী, এটি সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের অংশ।পিতা-মাতার আত্মীয় ও বন্ধুদের সম্মান জানানোর কিছু উপায়: যেমন,

তাদেরকে সম্মান ও কদর করা, উত্তম আচরণ করা, যোগাযোগ রক্ষা করা, হাদিয়া দেওয়া, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা, ইত্যাদি।

পিতা-মাতার আত্মীয় বা বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে নিম্নে তা পেশ করা হলো:-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,:-

এক বেদুঈন মক্কার পথে তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সাওয়ার ছিলেন তার উপর তাকে চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো অল্পেই তুষ্ট হয় (ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)?' আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।"

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত:-

" ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে পড়তেন, তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) ঐ গাধার উপর চেপে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, 'তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও?' সে বলল, 'অবশ্যই!' অতঃপর তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, 'এর উপর আরোহন কর' এবং তাকে পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার মাথায় বাঁধ।' (এ দেখে) তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে ঐ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে ঐ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।" আর এর পিতা উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। "

[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

আদাবুল মুফরদের আলোকে উপরোক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে:-

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:-

"এক বেদুইন সফরে গেলো। তার পিতা উমার (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। বেদুইন বললো, আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দান করলেন। তার এক সঙ্গী বললো, তাকে দু'টি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট হতো না? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পিতার বন্ধুত্ব অটুট রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন।"
(মুসলিম, আবু দাউদ)[আল আদাবুল মুফরদ]

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত:- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, তার পিতার বন্ধু পরিবারের প্রতি তার সদ্ব্যবহার। "
(মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী)। [আল-আদাবুল মুফরাদ]

সাদ ইবনে উবাদা আয-যুরাকী (রহঃ) বলেন:-
" তার পিতা বলেছেন, আমি মদীনার মসজিদে আমর ইবনে উসমানের সাথে বসা ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) তার ভাতিজার কাঁধে ভর করে আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করে যেতে যেতে ফিরে তাকালেন এবং আবার সেখানে ফিরে এলেন। তিনি বলেন, আমর ইবনে উসমান! তুমি কি চাও? তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। তারপর বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে (তাওরাত) দুইবার বলা হয়েছেঃ তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করো না। অন্যথায় তাতে তোমার ঈমানের নূর নির্বাপিত হবে।"
[আল-আদাবুল মুফরাদ]

হজরত আবু উসাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত:-
তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলাম। এ সময় বনু সালাম গোত্রের এক ব্যক্তি এলো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা বাবার মৃত্যুর পর কি তাদের সেবা করার কোনো সুযোগ আছে আর?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা। মা-বাবার জন্য দোয়া করা, তাদের মাগফিরাত (গুনাহ মাফ) কামনা করা, তাদের কৃত ওয়াদা পালন করা, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে তারা সুসম্পর্ক রক্ষা করতেন, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা।"

(আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১২৬৭)

হজরত আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন:-

" আমি মদিনায় গেলে হজরত ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার কাছে এলো এবং বললো, আমি আপনার কাছে কেন এসেছি তা কি জানেন? আমি বললাম, না জানি না। সে বললো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার বাবার কবরে চলে যাওয়ার পরও তার সেবা করতে চায়, সে যেন বাবার মৃত্যুর পর তার ভাই ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।" (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১২৬৯)

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত:-

তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ করে ফেলেছি। আমার কি তওবা করার কোনো অবকাশ আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কোনো খালা আছে? সে বললো, হ্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।"

(তিরমিজি, ইবনে হিব্বান, হাকেম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদিস, ১২৬৬)

পিতা-মাতার আত্মীয় বা বন্ধুদের সম্মান করা মূলত তাদের প্রতি সন্তানের ভালোবাসারই প্রতিফলন এবং এটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সকল সন্তানদের পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন,বন্ধুদের সাথে এবং তাঁরা যাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফিক দান করুক। আমিন

পিতা-মাতার সেবায় পার্থিব উপকারিতা

পিতা-মাতার সেবা ও সদ্ব্যবহার করা কেবল পরকালীন মুক্তির পথই নয়, বরং এর মাধ্যমে ইহকালে বা পার্থিব জীবনেও অগণিত কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা যায়। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পিতা-মাতার সেবার প্রধান পার্থিব উপকারিতাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১.রিযিক ও হায়াতে বরকত:

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের সেবা করে, আল্লাহ তার হায়াত (জীবন) দীর্ঘ করে দেন এবং রিযিকে বরকত বা বৃদ্ধি দান করেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَه - ُ

অনুবাদ: আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকা (রিজিক) প্রশস্ত করা হোক, সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

(মুসনাদে আহমাদ: ১২৫৭৬, মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪৯৩৮, আদাবুল মুফরাদ)

আরবে এক সময় এক সৎ লোক বাস করতেন। তার চারটি ছেলে ছিল। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলেন, তখন তার ছোট ছেলে স্বীয় ভাইদেরকে বলল, তোমরা পিতার খেদমত কর এবং তার অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক। অথবা তোমরা আমাকে তার খেদমত করার সুযোগ দাও। আমি তার খেদমতের বিনিময়ে বেশী সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকব।

অন্যান্য ভাইদের জন্য এটা ছিল সুযোগ। কারণ খেদমত না করেই বাবার সম্পদ পেয়ে যাবে। এমনকি তাদের ছোট ভাই পিতার সম্পদ থেকে খেদমতের বিনিময়ে কোন কিছু নিবে না। তাই তারা বলল, বরং তুমি পিতার খেদমত কর এবং তার সম্পদ থেকে বেশী কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাক। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

ছোট ভাই পিতার খেদমত করতে থাকল। লোকটি খুশি হয়ে একদিন আল্লাহর কাছে হাত তুলে ছোট ছেলের জন্য দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলের সম্পদে বরকত দিয়ো। আল্লাহর ফায়ছালা অনুযায়ী তিনি একদিন মৃত্যুবরণ করলেন। ওয়াদা মাফিক ছোট ভাই সম্পদের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতার খেদমতের প্রতিফল এভাবে দিলেন যে, সে একদা স্বপ্নে দেখল, কেউ যেন তাকে বলছে, অমুক জায়গায় যাও সেখানে তুমি একশ' দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলল। স্ত্রী বলল, যাও একশ' দীনার নিয়ে আস, তা দিয়ে আমরা কাপড় কিনে সেলাই করব এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারব। কিন্তু সে অস্বীকার করল।

পরের রাতে আবার সে স্বপ্নে দেখল। কোন ব্যক্তি যেন তাকে বলছে, অমুক জায়গায় যাও তুমি সেখানে দশ দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, না।

সকালে সে তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলল। তার স্ত্রী তাকে জোর দিয়ে বলল, যাও এবং তা থেকে উপকৃত হও। কিন্তু সে অস্বীকার করল। কেননা এতে বরকত নেই।

কিছুদিন পর সে আবার স্বপ্নে দেখল, কেউ যেন তাকে বলছে, অমুক স্থানে যাও, সেখানে তুমি এক দীনার পাবে। সে বলল, এতে কি বরকত আছে? তাকে বলা হ'ল, হ্যাঁ আছে।

সে সকালে সেখানে গেল এবং সত্যিই এক দীনার পেল। ফিরে আসার সময় সে বাজারে প্রবেশ করল। দেখল এক ব্যক্তি মাছ বিক্রি করছে। সে মাছের মূল্য জিজ্ঞেস করল এবং বিক্রেতার নিকট থেকে এক দীনারে দু'টি মাছ ক্রয় করে বাড়ি আসল। মাছ দু'টি কেটে-কুটে পরিস্কার করার সময় তাদের পেটে একটি করে মোতি পেল। যা অতি সুন্দর ও মূল্যবান ছিল। এত সুন্দর মোতি কম লোকেই দেখেছে। সে মোতিটি অনেক দামে বিক্রি করল। প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্বাবলম্বী হ'ল। সে তার পিতার খেদমতের বদলা পেয়ে গেল। সে পিতার রেখে যাওয়া সম্পদে প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত গ্রহণ করেনি। কিন্তু আল্লাহ তার জন্য রিযিকের দরজাসমূহ এভাবে খুলে দিলেন।

সুতরাং সন্তানের কর্তব্য পিতা-মাতার খেদমত করা এবং তাদের জন্য বেশী বেশী দো'আ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর এক সৎ বান্দাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিবেন। তখন সে বলবে, এটা কী করে পেলাম? তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে'।

(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; ছহীহুল জামে' হা/১৬১৭; মিশকাত হা/২৩৫৪।

২.দুনিয়াতে সফলতা ও সম্মানিত জীবন:

পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। যারা পিতামাতার সেবা করে, তারা দুনিয়াতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে এবং মানুষের মাঝে সম্মান লাভ করে।

৩.বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি:

পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও সেবার বিনিময়ে আল্লাহ কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এর একটি বড় উদাহরণ হলো,

আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রা. বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:- একবার তিন জন লোক পথ চলছিল,এ সময় বৃষ্টি শুরু হলো । বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের করা কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের কর, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে এবং তার উসিলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ পাহাড়ের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবেন।

তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার আববা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আববা-আম্মাকে পান করাতাম।

একদিন আমার ফিরতে দেরি হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারিনি। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পছন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত

মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল।

হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি পাহাড়ের মুখ থেকে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালবাসে, আমি তাকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)।

যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মাহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করো না) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর মাধ্যমে অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও।

সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন।

(বুখারি, হাদিস, ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ৩৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম, হাদিস, ২৭৪৩, আবু দাউদ, হাদিস, ৩৩৮৭, আহমদ ৫৯৩৭)

৪.সন্তানের কাছ থেকে উত্তম আচরণ প্রাপ্তি:
এটি একটি সামাজিক নিয়ম—আপনি যেমন ব্যবহার আপনার পিতামাতার সাথে করবেন, আপনার সন্তানও ভবিষ্যতে আপনার সাথে ঠিক তেমনই ব্যবহার করবে। পিতামাতার সেবা করলে নিজের সন্তানও বাধ্য ও সেবাপরায়ণ হয়। হাদিসে এসেছে:- "তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে" (মুসতাদরাকে হাকিম: ৭২৫৩, তাবারানি: ১১১৯৩)।
৫.মানসিক শান্তি ও প্রশান্তি:
পিতামাতার সেবা করলে মনে এক ধরনের অতুলনীয় তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব হয়, যা পার্থিব কোনো সম্পদ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।
৬.আল্লাহর সাহায্য লাভ:
পিতামাতার দোয়ার মাধ্যমে পার্থিব জীবনে যেকোনো কাজে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।
পিতামাতার সেবা হলো দুনিয়াবী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। তাদের অসন্তুষ্টি অকল্যাণ বয়ে আনে, আর তাদের সন্তুষ্টি দুনিয়া জুড়ে সুখ ও শান্তি নিশ্চিত করে।

সামাজিক জীবনে পিতা-মাতার ভূমিকা

পিতা-মাতার ভূমিকা একটি সমাজের ভিত্তিস্থাপন করে এবং তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও পালন সন্তানের সমাজে প্রবেশের প্রাথমিক পাতা হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার মর্যাদা এবং তাদের দায়িত্বরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানবজীবনের সব দিকেই পিতা-মাতার অন্তর্ভুক্তি সমাজের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন সন্তান যত ভালো শিক্ষা ও যত্ন পাবে, তত বেশি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে তার অংশগ্রহণ সম্ভব।
পিতা-মাতার ভূমিকা শুরু হয় সন্তানদের জন্মের সাথে। একটি শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য মা-বাবার পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম থেকেই শিশুরা

তাদের অভিভাবকদের আচরণ এবং কৌশলগুলি থেকে শেখে। পিতা-মাতা যখন শিশুকে শিক্ষা দেন, তখন তারা শুধু তথ্য দিতে থেমে থাকেন না, বরং চরিত্র গঠনের জন্য আদর্শ উদাহরণও সৃষ্টি করেন। পিতা-মাতার আচরণ ও জীবনযাত্রা সন্তানদের মধ্যে শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা এবং দায়িত্ববোধের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী, পিতা-মাতার দিকনির্দেশনার প্রভাব অনেক সময় জীবনব্যাপী থাকে, যা সন্তানদের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

পিতা-মাতা পরিবারের আধিকারিকদের ভুমিকা পালন করেন। তাঁরা সন্তানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সমাজে সন্তানদের সফল এবং সফলতা অর্জনের জন্য কিভাবে প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে, সেটিও পিতা-মাতার আওতাভুক্ত। তাঁরা সন্তানদের জন্য সঠিক শিক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিনির্মাণের বাস্তবায়ন করেন, যা তাঁদের সামাজিক জীবনে চূড়ান্তভাবে প্রভাব ফেলে। মাতা-পিতার মাধ্যমে শিক্ষিত সন্তানরা সমাজে দায়িত্বশীল, সৎ, এবং অনুকূল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

একজন সন্তানের সামাজিক জীবনে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। একজন পিতা বা মাতার নৈতিক এবং নৈতিকভাবে সুসংহত অধ্যবসায় এবং আদর্শীকরণের মাধ্যমে, সন্তানের শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হয়। মা-বাবার ভালোবাসা, যত্ন এবং যৌক্তিকতার সমন্বয়ে সন্তানকে সামাজিক জীবন মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। পিতামাতার আদর্শ ও আনন্দ, সবকিছুকে এমনভাবে গড়ে তোলার জন্য আয়োজন করা হয় যাতে সন্তানের মধ্যে প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ক্ষমতা তৈরি হয়।

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি আস্থা স্থাপন এবং তাদের নির্দেশনা মেনে চলার উপর জোর দেয়। এটি সন্তানদের মধ্যে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে এবং সমাজে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের বিভিন্ন উপায় নিশ্চিত করে। যখন সন্তানরা তাদের অভিভাবকদের নির্দেশনা মেনে চলে এবং তাদের আদর্শ নিয়ে জীবনযাপন করে, তখন আয়োজন মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

এছাড়া, পিতা-মাতার সামাজিক ভূমিকা বিনির্মাণ করে এবং চাপ ও সংঘর্ষের মুহূর্তে তারা সন্তানদেরকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয়। যখন সন্তানরা কোনো সমস্যা বা সংকটের মুখোমুখি হয়, তখন পিতা-মাতা তাদের পরামর্শ দিয়ে, উৎসাহিত করে এবং সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সংস্থান সরবরাহ করে। এটি সন্তানদেরকে সামাজিক জীবনে তুলনামূলক সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।
পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, সম্মান এবং সহানুভূতির শিক্ষা প্রদান করেন। সন্তানদের মধ্যে সেদিনের শিক্ষা উদ্ভাবিত হয়, যখন পরিবেশে পিতা-মাতার সঠিক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সন্তানরা যখন তাদের অভিভাবকদের শিক্ষায় প্রাপ্ত গুণাবলী অনুযায়ী কাজ করে, তখন তারা সমাজে ফলপ্রসূ এবং সঠিকভাবে চলতে সক্ষম হয়।

অবশেষে, সামাজিক জীবনে পিতা-মাতার অবস্থান ও ভূমিকা কেবল অতীতের পাঠকদের জন্য নয়, বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নির্দেশনা এবং জীবন পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার শিক্ষা, আদর্শ ও ভালোবাসা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আস্থার বীজ বপন করে, যা সমাজের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করে। ইসলামি সংস্কৃতিতে পিতা-মাতার মর্যাদা, তাদের কর্তব্য এবং সন্তানদের ওপর দায়িত্ব পালন করা একটি আদর্শ সমাজের রূপরেখা তৈরি করতে সহায়তা করে।

সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার বিশেষ ভূমিকা

“ সন্তান সৎ ও চরিত্রবান হোক, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক”- এটি প্রায় সব পিতা-মাতারই কাম্য। সন্তানের ছোটকাল থেকেই পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। তাই একজন আদর্শ পিতা-মাতা ছোট থেকেই সন্তানকে সুন্দর শিষ্টাচার, আল্লাহর সম্পর্কে ধারণা,নবী-রাসূলদের প্রতি ধারণা,নামাজের প্রতি তাগিদ,নামাজ শিক্ষা , কুরআন শিক্ষা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কোনো কারণে সন্তান কখনো অসৎ হয়ে গেলে সমাজ,আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাকে দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু পিতা-

মাতা অপরিসীম স্নেহে তাকে বুকে তুলে সৎ পথে আনতে সর্বোচ্ছ চেষ্টা করেন। এমনকী আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করতে থাকেন।

পিতা-মাতার অভাব ও দুঃখ : শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের মৌলিক স্তম্ভ। তাদের ভালোবাসা, সুরক্ষা, এবং নির্দেশনা শিশুর শৈশব থেকে পরিণতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন পিতা-মাতা সন্তানদের অবর্তমানে চলে যান, তখন শিশুর মানসিক ও আবেগীয় স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শিশুদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

পিতা-মাতার অভাবের ফলশ্রুতিঃ
পিতা-মাতার অভাব কেবল একজন শিশুর জীবনে শূন্যস্থান তৈরি করে না, বরং তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, আবেগ এবং সামাজিক সম্পর্কেও ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের জন্য পিতা-মাতার অভাব এমন এক কর্মকাণ্ড তৈরি করে যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। শিশুদের কাছে পিতা-মাতা হতে পারে মূল নিরাপত্তার উৎস; তাঁদের অবর্তমানে সেই নিরাপত্তা ও সমর্থন হারিয়ে যায়।

মানসিক প্রভাব:
পিতা-মাতার অভাব বিশেষভাবে শিশুদের মানসিক ও আবেগীয় স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে:

1. আত্মবিশ্বাসের অভাব:

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনে তাদের সুরক্ষা ও সমর্থন দিয়ে থাকেন। তাদের অভাবের ফলে শিশুরা অনেক সময় বিভ্রান্তি, বিষণ্নতা এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার হতে পারে। এর ফলে তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

2. আবেগের সমস্যা:

পিতা-মাতার অভাবে শিশুদের মধ্যে অবসাদ, উদ্বেগ, ক্রোধ এবং হতাশার মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয়। তারা মূক-বিধস্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের আবেগ তৈরি হয়, যা তাদের ভবিষ্যতের কাছে ভীতির জন্ম দেয়।

3. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

শিশুরা যখন পিতা-মাতাকে হারায়, তখন তারা সাধারণত সামাজিক সম্পর্কগুলি নির্মাণে সমস্যা অনুভব করে। তারা বেশিরভাগ সময় একাকী অনুভব করে এবং অন্যান্য শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে অসুবিধা হতে পারে। এটি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেটি তাদের সামাজিক দক্ষতার বিকাশকে থমকে দেয়।

4. শিক্ষাগত সমস্যা:

পিতা-মাতা নিঃসঙ্গ থাকলে সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। তারা মনোযোগ করতে পারে না, ফলস্বরূপ তাদের শিক্ষাগত ফলাফল খারাপ হতে পারে। স্কুলের মঞ্চে অভিভাবকদের অভাব সে ক্ষেত্রে সন্তানের আত্মবিশ্বাসকে আরও কমিয়ে দেয়।

5. আবেগগত আচরণগত সমস্যাসমূহ:

পিতা-মাতার অভাবের ফলে শিশুদের মধ্যে সহিংসতা, আপত্তিকর আচরণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব দেখা দিতে পারে। যখন একজন শিশু ভালবাসা ও সুরক্ষার অভাব অনুভব করেন, তখন তারা এই রকম আচরণগুলো দেখাতে পারে যা পরবর্তীতে তাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সমর্থন ও প্রতিকার:

পারিবারিক সমর্থন, সমাজের আন্তরিকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রোগ্রামগুলি শিশুদের এই কঠিন সময় অতিক্রমে সাহায্য করতে পারে। সমাজের অন্যান্য সদস্য, শিক্ষক এবং নিকট আত্মীয়দের সহায়তা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে। তাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং আবেগগত সঙ্গতি তৈরি করার মধ্য দিয়ে একটি শিশু আবার নতুন করে বাবার এবং মায়ের শূন্যতা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করতে পারে।

পিতা-মাতার অভাবের ফলাফল শিশুদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে, যা তাদের মানসিক ও আবেগীয় স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সহায়ক। এই দুঃখ ও শূন্যতা কাটিয়ে

উঠতে সমাজ ও পরিবারের সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা, সেবা এবং উদ্ধারকামী আচরণ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সহায়তা, ভালোবাসা এবং সময়ের মাধ্যমে শিশুদের আবেগগত সমস্যা সমাধান সম্ভব এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার দিকে তাদের পরিচালনা করা। শিশুদের জন্য এমন একটি নিরাপদ এবং সমর্থনমূলক পরিবেশ তৈরি করা যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সুযোগ ও সময় প্রদান করা।

আধুনিক যুগে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার কারণ ও প্রতিকার

আমাদের সমাজে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবার ভেঙে পড়া, এবং ব্যস্ততার কারণে অনেক সন্তান তাদের পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা একটি গুরুতর অপরাধ এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।আধুনিক যুগে অবহেলার কারণঃ

১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব:
বর্তমান বিশ্বে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলার অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। যার ফলে সন্তানরা উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পরও পিতা-মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। অথচ কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন:-
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

অর্থ: আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।[১] জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন।
[লোকমান:১৪]

২. বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্যস্ততা: আধুনিক সমাজে অর্থ উপার্জন একটি বড় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার প্রতি সময় দেয়ার সুযোগ হারাচ্ছে।
২. টেকনোলজির প্রভাব: প্রযুক্তির প্রভাবে সন্তানেরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে যথাযথ যোগাযোগ রাখছে না।
৩. সংস্কৃতির পরিবর্তন: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে অনেক তরুণ প্রজন্ম পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনকে বাদ দিচ্ছে। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যগুলো হারাতে বসেছে।
৪. অতিমাত্রায় স্বাধীনতা: সন্তানদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে তারা নিজেদের মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ কমে যায়। অনেকেই আছে যারা মনে করে সন্তানকে শাসন করা মানে তার প্রতি অনাদর বা অবহেলা অথচ সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শাসন করাও এক প্রকার ভালোবাসা।
হাদিসে এসেছে:
“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে তা না পড়লে তাদের শাসন করো।”(আবু দাউদ)

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা প্রতিরোধের জন্য কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে:
১. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ককে আরো মজবুত করার জন্য শিক্ষা এবং সচেতনতার আয়োজন করা উচিত। বিশেষ করে ইসলামি শিক্ষা। ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা,গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।
২. পরিবারের সাথে সময় কাটানো: সন্তানদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের সময় কাটাতে উৎসাহিত করতে হবে। পারিবারিক অনুষ্ঠান ও মিলনমেলা আয়োজন করা যেতে পারে।
৩. নৈতিক শিক্ষা প্রদান: ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বোঝানো উচিত। আল্লাহপাক পিতা-মাতার গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনুল কারিমে অনেক জায়গায় আয়াত নাযিল করেছেন।যা আমরা পূর্বেয় আলোচনা করেছি।এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

৪. টেকনোলজির সঠিক ব্যবহার: প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় সন্তানের উপর নজর রাখতে হবে এবং তাদেরকে সচেতন করতে হবে যাতে তারা পরিবারের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

আধুনিক যুগে পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে, পিতা-মাতার প্রতি বিশেষ সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উচিত পিতা-মাতার প্রতি তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যত্ন গ্রহণ করা এবং তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। এটি একটি সামাজিক দায়িত্বও বটে, যা আমাদের সমাজকে আরো মজবুত ও সুখী করবে।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ির প্রতি পুত্রবধুর আচরণ

.যে মেয়েটি অন্যের স্ত্রী হতে যাচ্ছে তাকেও জানতে হবে, শ্বশুরবাড়ীর লোকদের স্যাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের নিকট অতীতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা শাসছুল হক ফরিদপুরী রহ. এদেশের মেয়েদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,

“ নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শ্বাশুরীর আদব করিও এবং সর্বাবস্থায় তাহার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করিও।

তোমার শ্বাশুরী যদি কোন কাজে তোমাকে তাম্বীহ (সতর্ক) করেন,তবে উহা নীরবে শুন। যদি উহা মনের বিপরীত হয় এবং কটু কথাও বলেন,যাহা আশা করা যায় না। তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান কর-সহ্য কর।

খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতি উত্তর করিও না। নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁহার খেদমত করিও। আর মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তাজিম ও শ্রদ্ধা কর।

শ্বাশুরীর বেলায় যেসব আদব-কায়দা লিখিয়াছি , শ্বশুরের বেলায়ও সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। শ্বশুর বাড়ীর কোন মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড় হয় যেমন, স্বামীর বড় ভায়ের বিবি। তবে তাহার সাথে কথাবার্তা,উঠা-বসায় তাঁহার মর্তবার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তাঁহার সাথে দুধ-মিশ্রির মত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নিদ্বয়-একজন বড় ও একজন ছোট।

যদি তুমি এমন ব্যবহার কর ,তবে অপর পক্ষও তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করিবে। আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয় ,তবে তাহার সাথে স্নেহ-মহব্বত সুলভ ব্যবহার কর। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী ভাগিনী ইত্যাদির সাথে যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্মান ও নম্র ব্যবহার কর। ”

(আল্লামা শাসছুল হক ফরিদপুরী রহ, গ্রন্থাবলী, খ.২,পৃ.৯৯)

শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সেবা:

নিজ পিতা-মাতার খেদমত সন্তানের (ছেলে-মেয়ে উভয়েই) ওপর প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ ও ওয়াজিব। পুত্রবধূর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করা নফল। নফল ইবাদতে কাউকে বাধ্য করা যায় না বা জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। যেহেতু সংসারের রীতি অনুযায়ী নারীদের নিজ পিতা-মাতা ছেড়ে স্বামীর সংসারে যেতে হয় এবং তার পিতা-মাতার সংসারে অন্য আরেকজন নারী বধূ হয়ে আসেন; তাই প্রত্যেক নারী যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতা জ্ঞান করে সেবা ও খেদমত করেন, তবে সব পিতা-মাতা ও সব শ্বশুর-শাশুড়ি সমানভাবে সেবা ও খেদমত পাবেন। কারণ সব শ্বশুর-শাশুড়িই পিতা-মাতা এবং সব পিতা-মাতাই শ্বশুর-শাশুড়ি। পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত করা ছেলে ও মেয়ে সবার প্রতি সমান দায়িত্ব।

সাধারণত শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা ও খেদমত বলতে আমরা পুত্রবধূর দ্বারা স্বামীর পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত করাকেই বুঝি। স্ত্রীর পিতা-মাতাও যে স্বামীর শ্বশুর-শাশুড়ি, সে কথা খেদমত ও সেবার ক্ষেত্রে আমরা বেমালুম ভুলে যাই। শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত একটি নফল ইবাদত। আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক রক্ষা করাও ইবাদত। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে বলেন: ‘আর তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত সম্পর্ক ও বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।’ (সুরা: ২৫ ফুরকান, আয়াত: ৫৪)।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক হলো রক্তের সম্পর্ক। এর পরেই দুনিয়ার নিকটতম সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক যেমন আল্লাহর নিয়ামত; তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও আল্লাহর দান। পিতা-মাতার কল্যাণেই স্বামী পেয়ে থাকেন গুণবতী স্ত্রী এবং স্ত্রী পেয়ে থাকেন উপযুক্ত স্বামী। সুতরাং, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের

একে অন্যের পিতা-মাতাকে যথাযথ সম্মান করা কর্তব্য। কারণ, তাঁরা উভয়ে আজীবন তাঁদের শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে চিরঋণী।
পিতা-মাতার খেদমত যেমন ইবাদত, তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও সমবয়সীদের খেদমত করাও অনুরূপ ইবাদত। যেহেতু মেয়েরা স্বামীর সংসারে গেলে পিতা-মাতার সরাসরি খেদমত করার সুযোগ কম থাকে, তাই শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করলে পিতা-মাতার খেদমতের নেকি বা সওয়াবের অধিকারী হবেন।

স্নেহ ও সম্মান সুন্দর সমাধান:
ভালোবাসা দিয়ে সবকিছুই জয় করা যায়। ভালোবাসা প্রকাশের দুটি রূপ-স্নেহ করা ও সম্মান করা। হাদিস শরিফে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন:
مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا ,
‘যে ছোটকে স্নেহ করে না এবং বড়কে সম্মান করে না; সে আমার উম্মত নয়।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

সকল পিতা-মাতাই আপন আপন সন্তানকে স্নেহ করেন। পুত্রবধূ বা মেয়ের জামাইও কারও না কারও সন্তান, তাই তাদের প্রতিও স্নেহ ও সদয় আচরণ করা প্রত্যেক শ্বশুর-শাশুড়ির কর্তব্য। সব সন্তানই নিজ নিজ পিতা-মাতাকে সম্মান করে, শ্বশুর-শাশুড়িও কারও পিতা-মাতা, তাই তাঁদের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা সব বধূ ও জামাতার দায়িত্ব।
সবাই সবার আপন আপন দায়িত্ব পালন করলেই সবার নিজ নিজ অধিকার সংরক্ষিত হয়। মনে রাখতে হবে, ভালোবাসা দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায়। স্নেহ করলে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া যায় আর সেবা ও খেদমত করলে স্নেহাশীষ হওয়া যায়। এভাবেই সংসারজীবন ও দাম্পত্য জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে, সমাজ স্থিতিশীল হবে।

সন্তানেরা শিখবে আমাদের দেখে:
আজ যাঁরা সন্তান, আগামী দিনে তাঁরাই হবেন পিতা-মাতা। আজ যাঁরা বধূ বা জামাতা, আগামীকাল তাঁরাই হবেন শ্বশুর বা শাশুড়ি।

সুতরাং, আজকের সন্তানেরা যদি তাঁদের পিতা-মাতার খেদমত করেন, তবে তাঁদের সন্তানেরা তাঁদের থেকে দেখে শিখবে কীভাবে পিতা-মাতার খেদমত করতে হয় এবং তাঁদের বার্ধক্যেও তাঁরা তাঁদের সন্তানের কাছ থেকে অনুরূপ খেদমত পাবেন।

আজকের বধূ ও জামাতারা যদি শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হন, তবে পরবর্তী প্রজন্ম তা দেখে শিখবে এবং তাঁরা যখন শ্বশুর-শাশুড়ি হবেন, তখন সেইরূপ সেবা ও সম্মান পাবেন।

এভাবেই গড়ে উঠবে সুখী, সুন্দর ও আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ। জান্নাতি সুখে ভরে উঠবে দুনিয়ার পরিবেশ।

[মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী হাফি. লেখা থেকে সংগৃহীত]

শশুড়-শাশুড়ী ও স্বামীর বাড়ীর অন্যদের খেদমত করা আইনের দৃষ্টিতে যদিও পুত্রবধুর উপর বর্তায় না;তদুপরি একথা অনস্বীকার্য যে,আইনের শুষ্ক-রুক্ষ পথে সুখের সংসার রচিত হয় না।

এর জন্য প্রয়োজন-ত্যাগ,ভালবাসা,অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা,সেবা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর চর্চা। সর্বোপরি নবীজীর সুন্নাহ অনুসরণ। এসবের মধ্য দিয়ে সুখের নীড় রচিত হবে। তাই পুত্রবধুর উচিত স্বেচ্ছায় শশুড়-শাশুড়ীর খেদমত করা। একে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা।

শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার এ রীতি ছাহাবায়ে কেরামের জীবনেও দেখা যায়। কাবশাহ বিনতে কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধূ। কাবশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) [কাবশাহর শ্বশুর] ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি ওযূর পানি খোঁজ করেন। তখন কাবশাহ (রাঃ) শ্বশুরকে নিজ হাতে পানি ঢেলে দেন।

শ্বশুর-শাশুড়িকে অবজ্ঞা করা বা তাদের কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ :

সমাজে কতিপয় মহিলা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-যোগ্যতা, সৌন্দর্য বা পিতার অর্থ-সম্পদ বা বংশীয় গৌরবের কারণে তার শ্বশুর -শাশুড়ি বা স্বামীর পরিবারকে অবজ্ঞা করে, তাদেরকে নানাভাবে অপমান সুলভ কথা বলে ও কষ্ট দেয়। এটা আদৌ সিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে অনেক স্বামীও তার শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে অসদাচরণ করে বা তাদেরকে অপমান-অপদস্থ করে। এটিও নিষিদ্ধ।

সুতরাং প্রতিটি মহিলার জন্য তার শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার স্বামীর পরিবারের বড়দের প্রতি যথার্থ সম্মান-শ্রদ্ধা করা এবং ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহশীল আচরণ করা আবশ্যক। কোন অবস্থায় কাউকে হেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অহংকার প্রদর্শন, অসম্মান জনক আচরণ করা বা কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়। নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই কথা প্রযোজ্য।

পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীর দায়িত্ব

ইসলামি দৃষ্টিতে পিতা-মাতার অধিকার রক্ষা করা সন্তানের ওপর ফরজ বা অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এই অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য, কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যা পরিবারের স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে।পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ভরণপোষণ আইন নিশ্চিত করা:

সন্তান যেন কোনোভাবেই পিতা-মাতার ভরণপোষণ থেকে অবহেলা না করে, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে যেমন 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩' (Parent's Maintenance Act, 2013) প্রণয়ন করা হয়েছে, ইসলামি রাষ্ট্রেও অনুরূপ আইন কার্যকর থাকে। এর মাধ্যমে সন্তানরা তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণপোষণ দিতে আইনত বাধ্য থাকে।

২. বিচারিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ: যদি কোনো সন্তান পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করে বা ভরণপোষণ না দেয়, তবে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পিতা-মাতা চাইলে সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে।

৩. সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা: যাদের কোনো সন্তান নেই বা সন্তান অসহায়, রাষ্ট্রকে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তাদের ভরণপোষণ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৪. নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সচেতনতা: পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার শিক্ষা পরিবার ও শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ইসলামের

দৃষ্টিতে পিতা-মাতার অধিকার যে আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত (সূরা বনী ইসরাইল: ২৩-২৪), সে বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৫. সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করা: ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী, সন্তান জীবিত থাকলে পিতা-মাতা সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী হন। রাষ্ট্রীয় আইনে যেন পিতা-মাতা তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

৬. বিশেষ সেবা ও যত্ন: বার্ধক্যে পিতা-মাতা যখন অসহায় হয়ে পড়েন, তখন তাদের স্বাস্থ্যসেবা এবং ব্যক্তিগত যত্নের দায়িত্ব সন্তানের ওপর বর্তায়, যা রাষ্ট্র আইন করে নিশ্চিত করতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্রে পিতা-মাতা হলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কোনো দয়া নয়, বরং সন্তানের ওপর ফরজ দায়িত্ব এবং রাষ্ট্র তা বাস্তবায়নের প্রধান অভিভাবক।

উপসংহার:-

“পিতা-মাতার খেদমতই সর্বোত্তম খেদমত”

ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। পিতা-মাতা, যাদের সৃষ্টি এবং জীবনদানের মাধ্যমে একজন সন্তানের যে উপলব্ধি শুরু হয়, তারা কেবল শারীরিক অস্তিত্বের সূচনা করেন না, বরং মানব জীবনের প্রথম পাঠশালা হিসেবে কাজ করেন। তারা আমাদের জীবনের প্রথম শিক্ষক, যারা আমাদেরকে নৈতিকতার দীক্ষা দেন, খারাপ-ভালো চিন্তার মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা শেখান। ইসলামের দৃষ্টিতে, পিতা-মাতা আমাদের কাছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

এটি কুরআনে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের প্রতি সদাচরণ করতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পিতা-মাতার সম্মান ও শ্রদ্ধার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ আচরণ কর" (সুরা আন-নিসা: 36)।

ইসলাম পিতা-মাতার প্রবীণ ও বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রতি সাহায্য এবং খেদমত করার আদেশ দেয়। এটি একটি সন্তানের জন্য ধর্মীয় দায়িত্ব, যা শুধু পিতামাতার জন্য নয়, বরং নিজেদের জীবন ও পরিবারকে সু-সজ্জিত করার জন্যও। পিতা-মাতার খেদমত করা আমাদের জীবনের সৌভাগ্য এবং আত্বিক শান্তির পথ। নবী মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি"। এই বক্তব্যে তাদের প্রতি সৎ আচরণ ও সেবা করার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

পিতা-মাতার ফজিলত কেবল ধর্মীয় মাপকাঠিতে নয়, সামাজিক মাপকাঠিতেও ব্যাপক প্রভাব রাখে। তারা সামাজিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি রচনা করেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভারসাম্য প্রদান করেন। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সন্তানদের দায়িত্ব শুধু শিক্ষা অর্জনই নয়, বরং সফল এবং নৈতিকভাবে সঠিক জীবন যাপন করাও। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের প্রতি যত্নবান হয় এবং আদর্শ গঠন করেন, তখন সমাজে এমন এক ভিত্তি তৈরি হয় যা ঐক্য এবং শান্তি সৃষ্টি করে।

যখন আমরা পিতা-মাতার খেদমত করি, তখন আমরা কেবল তাদের সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করছি না, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছি। আমাদের প্রেম ও যত্নের মাধ্যমে তাদের যত্ন নেওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ঘটায়। ইসলামে পিতা-মাতা যে মর্যাদা পেয়েছেন, তা তাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করে। তাদের সেবা করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দূরে থাকা ও তার নৈকট্য অর্জনের পথ খুলে দিই।

সম্ভবত, পিতা-মাতার খেদমত ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র তাদের জীবনকে আরো সার্থক করে তুলি না, বরং আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতকেও নিশ্চিন্ত করি। তারা যখন বৃদ্ধ হন, তখন তাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি রাখা, তাদের সাথে বিনীত আচরণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পিতা-মাতা আমাদের জীবনের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদেরকে মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করে।

শেষ পর্যন্ত, পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত ইসলামের একটি মৌলিক উপাদান। এটি শুধুমাত্র সামাজিক এবং সংস্কৃতিক নিদর্শন নয়, বরং এটি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। আমাদের উচিত এই আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং আমাদের পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা অত্যন্ত সম্মান ও ভালোবাসা দেখানো। তাদের খেদমত করে আমরা একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য পূরণ করি এবং আমাদের সমাজের একটি উন্নত ভিত্তি নির্মাণে সহায়তা করি। পিতা-মাতার সাথে সঠিক আচরণ ও তাদের প্রতি খেদমত আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দান, যা আমাদেরকে আল্লাহর আশীর্বাদ ও নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করবে।

এভাবে, পিতা-মাতার নিকট সেবা করার এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারি। তাদের সম্মান করতে পারা আমাদের জন্য একটি মহান সৌভাগ্য এবং আমরা যেন চিরকাল তাদের খেদমত করে যেতে পারি এই মহান উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সকল সন্তানদের পিতা-মাতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝার এবং তাঁদের সাথে সর্বোচ্ছ সদ্ব্যবহার করার তাওফিক দান করুক। “আমিন”

" وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "